৭৮৬
৯২

মোহাম্মাদ নূরুল্লাহ

(আলাইহিস্ সালাম)

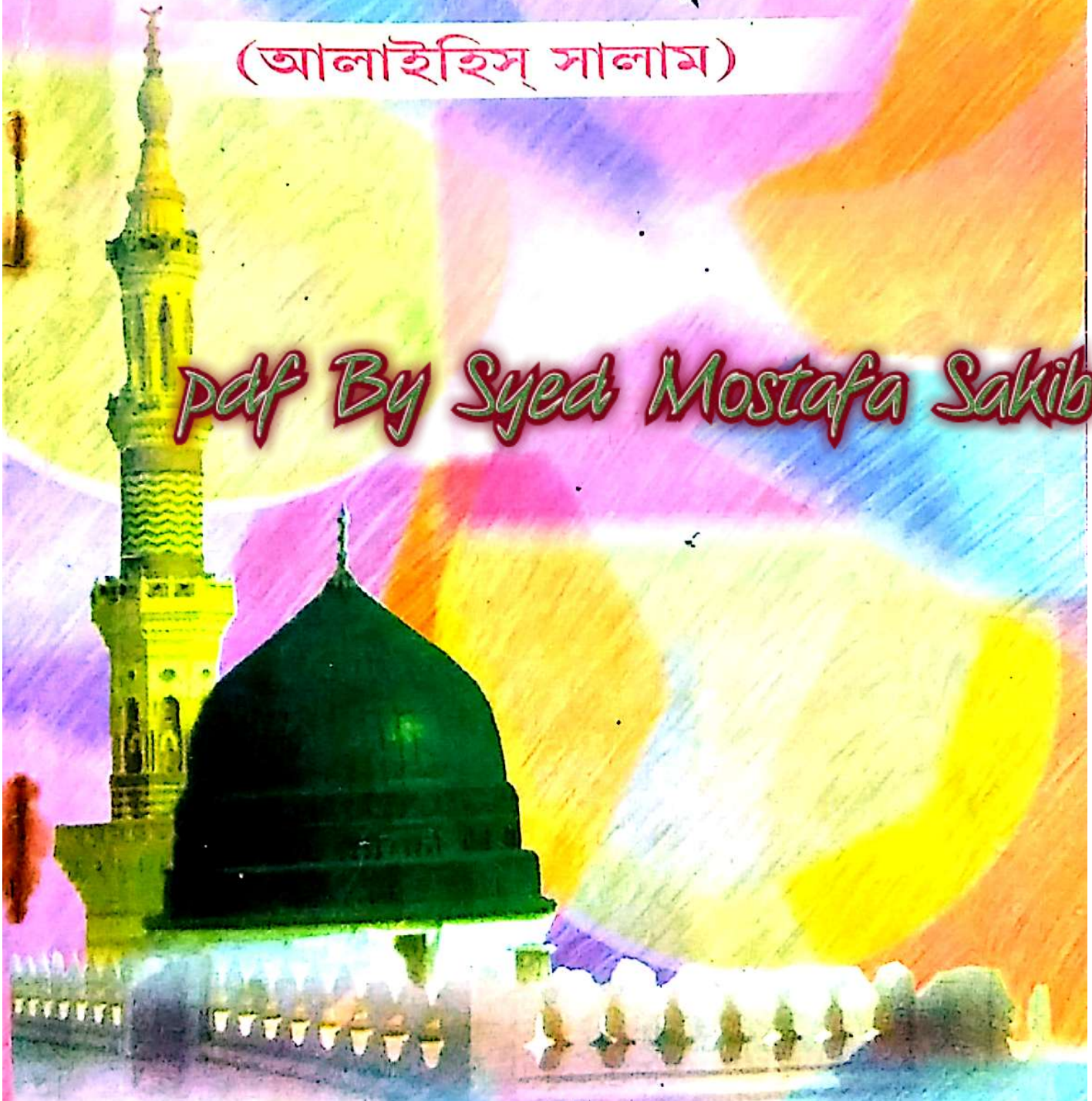

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী

৭৮৬/৯২

pdf By Syed Mostafa Sakib

মোহাম্মাদ নূরুল্লাহ (আলাইহিস সালাম)

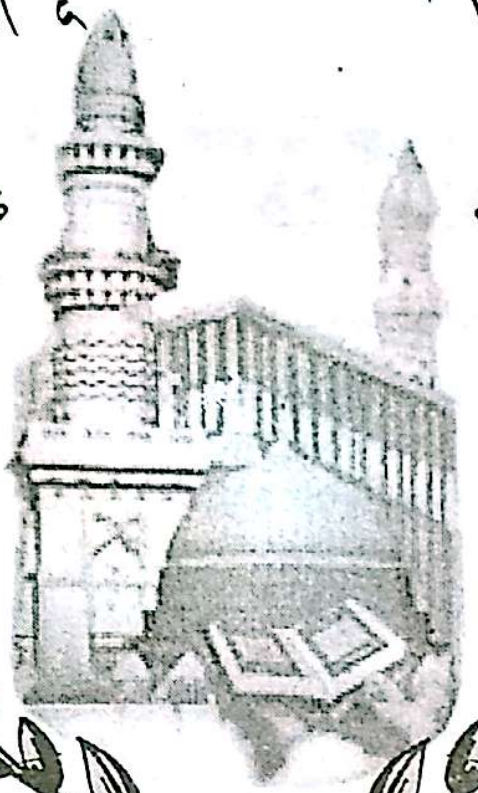

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী
পোঃ - ইসলামপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ
বাড়ীর ফোন — ৯৭৩৩৫০৩৮৯৫
মোবাইল - ৯৭৩২৭০৪৩৩৮

প্রকাশক ঃ —

মোহাম্মাদ ওরফ্ ইমরান উদ্দিন রেজবী

ইসলামপুর কলেজ রোড, পোষ্ট - ইসলামপুর, জেলা — মুর্শিদাবাদ

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ — ০১/০১/২০০৬

সংখ্যা ঃ — ২০০০

বিনিময় মূল্য ঃ —

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ — নূর পাবলিকেশান্স

অক্ষর বিন্যাসঃ — মৌলানা এম, এ, হালিম ক্বাদেরী

☞ — মুবাইল — ৯৭৩৩৯৩৬৪৯৪

☞ — মুবাইল — ৯৯৩২৩৫৯৭৬৮

— ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ —

ইম্পিরিয়াল বুক হাউস ঃ — ৫৬নং কলেজ স্ট্রীট (কোলকাতা)

মাওলানা ষ্টোর্স ঃ — সেখ পাড়া, মুর্শিদাবাদ

রেজা লাইব্রেরী ঃ — নলহাটী, বীরভূম

নূরী অ্যাকাডেমী ঃ — গাড়ীঘাট, মুর্শিদাবাদ

কালিমী বুক ডিপো ঃ — সাইদাপুর, মুর্শিদাবাদ

সাঈদ বুক ডিপো ঃ — দারইয়া পুর, মালদা

মুফতি বুক হাউস ঃ — রঘুনাথ গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

পুস্তিকা প্রণয়নের মূল কারণ

গত ১১/৫/১৯৯২ সালে মুর্শিদাবাদ, রাণীনগর থানার অন্তর্গত 'কাসীমনগর' গ্রামে মোনাজারা হইয়াছিল। বিষয় বস্তু ছিল ঃ "আল্লাহর নূরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পয়দা হইয়াছেন এবং হুজুরের নূর হইতে সমস্ত জাহান পয়দা হইয়াছে"। ইহার স্বপক্ষে আহলে সুন্নাতের পক্ষ হইতে মুনাজির হিসাবে আমরা দুইজন আলেম উপস্থিত ছিলাম। বিপক্ষে প্রায় ডজনাধিক দেওবন্দী মৌলবী ছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে প্রয়োজনীয় কিতাব পত্র লইয়া আমরা যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া ছিলাম। সত্য বলিতে কি ! শিকারীকে দেখিয়া যেমন জংলী জানোয়ার প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। ঠিক তেমন অবস্থা হইয়াছিল দেওবন্দী মৌলবীদের। তাহারা বিভিন্ন প্রকার বাহানা করতঃ সভা ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের সতর্কতায় ও সভা কমিটির তৎপরতায় বেচারারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রকাশ্য সভায় আসিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। সভাপতির নির্দেশ মত সর্ব প্রথম আমি 'সুরা মায়েদা' হইতে একটি আয়াত ও উহার ব্যাখ্যা স্বরূপ 'তাফসীরে জালালাইন' ও 'তাফসীরে ক্বাদেরী' এবং 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' প্রভৃতি কিতাব হইতে প্রমাণ করিয়া দিলাম যে, আল্লাহর নূরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পয়দা হইয়াছেন এবং হুজুরের নূর হইতে সমস্ত জাহান পয়দা হইয়াছে। দেওবন্দীরা নিজেদের দাবীর স্বপক্ষে কোনো সময়ে কোরআন হাদীসের উদ্ধৃতি দিতে পারেন নাই। কেবল উদাহরণ স্বরূপ ষ্টেজে প্রথমে একটি মোবাতি জ্বালাইয়া দর্শকদিগকে বুঝাইবার জন্য বলিয়াছিলেন, প্রথম মোমবাতি হইতে দ্বিতীয় মোমবাতিটি জ্বালাইবার কারণে প্রথমটির কিছু অংশ দ্বিতীয়টির মধ্যে নিশ্চয় আসিয়া গিয়াছে। অনুরূপ আল্লাহর নূর হইতে যদি হুজুর পয়দা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহর নূরের একাংশ হুজুরের মধ্যে আসিয়া গিয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, এই প্রকার ধারণা রাখা শির্ক ও কুফর। দেওবন্দীদের মুর্খামি ও প্রাণহীন যুক্তি দেখিয়া সাধারণ দেওবন্দীরাও পর্যন্ত তাহাদের ধিক্কার দিয়াছিলেন। আমি দ্বিতীয়বারে উঠিয়া দর্শকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, একটি বাতি হইতে আরো একটি বাতি জ্বালাইলে প্রথমটির আলো কিছু কম হইয়া যায় কিনা? সভার চারিদিক

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইতে অগনিত মানুষ এক সঙ্গে চিৎকার করিয়া বলিলেন — না। আবার বলিলাম, যদি বহু বাতি জ্বালানো হয়, তাহা হইলে প্রথমটির মধ্যে কিছু কম হইয়া যাইবে কিনা? চারিদিক হইতে উত্তর আসিল — না। আমি বলিলাম, যদি একটি মোমবাতির অবস্থা এই হয় যে, লক্ষাধিক মোমবাতি জ্বালাইবার পর যদি প্রথমটির মধ্যে সামান্য কমিয়া না যায়, তাহা হইলে আল্লাহর নূর হইতে এক মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পয়দা হইবার কারণে আল্লাহর নূর কম হইয়া গিয়াছে? — রাসুল দুশমনদের যেরূপ লাঞ্ছনা, ভৎসনা হওয়া উচিৎ ছিল কয়েক হাজার জনতার সম্মুখে দেওবন্দীরা ঠিক সেইরূপ লাঞ্ছিত, অপমানিত হইয়া ছিলেন। বাহাস কমিটির পক্ষ হইতে উলামায়ে আহলে সুন্নাতের জয় ও দেবন্দীদের পরাজয় ঘোষণা করা হইয়াছিল। এবং বাহাস কমিটি 'বাহাসের চুড়ান্ত ফলাফল' নামক একটি বিজ্ঞাপনও প্রচার করিয়া ছিলেন। কিন্তু শয়তানের শিষ্যরাও একটি বিজ্ঞাপনে প্রচার করিলেন যে, আল্লাহর নূরে হুজুর পয়দা হইয়াছেন, বলিলে মানুষ কাফের হইয়া যাইবে। এই কারণে পুস্তিকা প্রণয়নের প্রয়োজন উপলব্ধী করিলাম। আশা করি, ইহাতে সাধারণ মানুষের বিভ্রান্তির অবসান ঘটিবে।

গোলাম ছামদানী রেজবী

২৪/১১/১৯৯৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

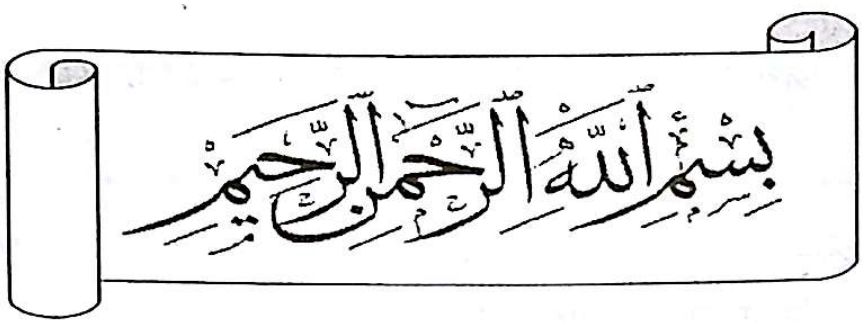

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কোরআনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে নূর বলা হইয়াছে

قَدْ جَآئَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ

"ক্বদ্জা আকুম মিনাল্লাহি নূরুউঁ ওয়া কিতাবুম্ মুবীন" নিশ্চয় তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে আল্লাহর নিকট হইতে নূর ও প্রকাশ্য কিতাব। (সুরা মায়েদা)

বর্তমান আয়াতে নূরের অর্থ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম। যথা, ইমাম ফাখরুদ্দীন রাজী আলাইহির রহমাহ বলিয়াছেন —

اِنَّ الْمُرَادَ بِالنُّوْرِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'ইন্নাল মুরাদা বিন্নূরি মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম' অর্থাৎ নূরের অর্থ মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম। (তাফসীরে কাবীর খন্ড ৬ পৃষ্ঠা ১৮৯) অনুরূপ ইমাম জালাল উদ্দীন সিউতী লিখিয়াছেন যথা, —

هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'হুওয়ান নাবীউ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম" অর্থাৎ উহা (নূর) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম। (জালা লাইন শরীফ ৯৭ পৃষ্ঠা) অনুরূপ ইমাম নাসাফী বলিয়াছেন —

وَالنُّوْرُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ

'অন্নূরু মুহাম্মাদুন আলাইহিস্ সালাম, অর্থাৎ - নূরের অর্থ মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম। (তাফসীরে মাদারিক খন্ড ১ পৃষ্ঠা ২১৭)

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুরূপ আল্লামা ইসমাইল হাক্কী আলাইহির রহমাহ লিখিয়াছেন —

قِيْلَ الْمُرَادُ بِالْاَوَّلِ هُوَ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"ক্বীলাল মুরাদু বিল আউ ওয়ালী হুওয়ার রাসুলু সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম"। অর্থাৎ নূরের অর্থ মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম। (রুহুল বায়ান খন্ড ২ পৃষ্ঠা ৩৬৯)

অনুরূপ আল্লামা মুহ্য়ীস্ সুন্নাহ আলাউদ্দীন আলী বিন মোহাম্মাদ বলিয়াছেন—

قَدْ جَآئَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٌ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"ক্বদ্জা আকুম মিনাল্লাহি নূরুন্নাবী মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম"। অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে আল্লাহর নিকট হইতে নূর নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম। (তাফসীরে খাজিন খন্ড ১ পৃষ্ঠা ২১৭) অনুরূপ তাফসীরে সাবী প্রথম খন্ড ২৭৫ পৃষ্ঠায়, তাফসীরে ইবনো আব্বাস ৭২ পৃষ্ঠায় ও তাফসীরে খাজায়েনুল ইরফান ১৬০ পৃষ্ঠায় নূরের অর্থ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলা হইয়াছে। অনুরূপ মাদারেজুন নবুওয়াত মুর্তাজাম প্রথম খন্ড ১২৩ পৃষ্ঠায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে 'নূর' বলা হইয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুর আল্লাহর নূর হইতে আর হুজুরের নূর হইতে সমস্ত জাহান পয়দা হইয়াছে

ইমাম মালিকের শিষ্য ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের উস্তাদ এবং ইমাম বোখারী ও মোসলেমের উস্তাদের উস্তাদ হাফিজুল হাদীস ইমাম আব্দুর রাজ্জাক নিজ কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন —

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِى رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قُلْتُ يَارَسُلَ اللهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَ اُمِّىْ اَخْبِرْنِىْ عَنْ اَوَّلِ شَىْءٍ خَلَقَهُ اللهُ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ قَالَ يَاجَابِرُاِنَّ اللهَ خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نُوْرِهٖ فَجَعَلَ ذٰلِكَ النُّوْرُ يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا اَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا اِنْسٌ وَلَا جِنٌّ فَلَمَّا اَرَادَ اللهُ تَعَالٰى اَنْ يَّخْلُقَ الْخَلْقَ قَسَّمَ ذٰلِكَ النُّوْرَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ الْقَلَمَ وَمِنَ الثَّانِى اللَّوْحَ وَ مِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ االرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَمِنَ الثَّانِى الْكُرْسِىَّ وَمِنَ الثَالِثِ بَاقِى الْمَلَا ئِكَةِ ثُمَّ قَسَّمَ الرَابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ السَّمٰوٰتِ وَمِنَ الثّانِى الْاَرْضِينَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ثُمَّ قَسَّمَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ نُوْرَ اَبْصَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمِنَ الثَّانِىْ نُوْرَ قُلُوْبِهِمْ وَهِىَ الْمَعْرِفَةُ بِاللهِ وَمِنَ الثَّالِثِ نُوْرَ اُنْسِهِمْ وَهُوَ التَّوْحِيْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّااللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"আন্‌জাবি রিবনি আব্দিল্লাহিল আনসারী ক্বলা ক্বুলতু ইয়া রাসুলাল্লাহি বি আবী আন্‌তা অ উম্মী আখবিরনী আন আউওয়ালী শাইয়ীন খলাক্বা হুল্লাহু তায়ালা ক্বলাল আশইয়াই, ক্বলা ইয়া জাবিরু ইন্নাল্লাহা তায়ালা খলাক্বা ক্বলাল আশইয়াই নূর নাবী ইকা মিন্ নূরীহি কা জায়ালা জালিকানু নূরু ইয়াদুরু বিল কুদরাতি হাইসু শাআল্লাহু অলাম ইয়াকুন ফি জালিকাল অক্বতে লাওহুন অলা ক্বলামুন অলা জান্নাতুন অলা নারুন অলা মালাকুন অলা সামাউন অলা আরদুন অলা শামসুন অলা ক্বমারুন অলা জিন্নুন অলা ইন্‌সুন ফালাম্মা আরাদাল্লাহু আঁই ইয়াখ লুক্বাল খল্‌ক্বা ক্বস্‌সামা জালিকান নূরা আরবা আতা আজুজাইন্ ফা খলাক্বা মিনাল জুজ্‌ইল আও অয়ালিল ক্বলামা অমিনাস্ সানীল্ লাওহা অমিনায় সালিমিল আরশা সুম্মা ক্বস্ সামাল জুজ্ আরবিয়া আরবা আতা আজজা ইন্ ফা খলক্বো মিনাল জুজ্ ইল আও অয়ালিস হামালাতাল আরশি অমিনাস্ সানীল কুরসীয়া অমিনাস্ সালিসি বাক্বীল মালাইকাতি সুম্মা ক্বস্‌সা মাল জুজ্ আরবিয়া আরবা আতা আজ্‌জা ইন ফা খলক্বো মিনাল জুজ্ ইল আও অয়ালিস্ সামা অয়াতি অমিনাস্ সানীল আরদিনা অমিনাস্ সালিমিল জান্নাতা

pdf By Syed Mostafa Sakib

অন্নারা সুম্মা ক্বস্সা মার্রাবিয়া আরবা আতা আজ্জা ইন ফা খলাক্বা মিনাল আও অয়ালি নূরা অবসারিল মুমিনীনা আমিনাস্ সানী নূরা ক্বুলুবিহিম অহি ইয়াল মা'রিফাতু বিল্লাহি অমিনাস্ সালিমি নূরা উন্সি হিম অহু ওয়াত তাওহীদু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি''।

অর্থাৎ — হজরত জাবির ইবনো আব্দিল্লাহিল আনসারী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, আমি বলিয়াছি — ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎস্বর্গ, আপনি আমাকে বলুন। প্রথম জিনিষ কোনটি? যাহা আল্লাহ তায়ালা সমস্ত জিনিষের পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, হে জাবির! নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সমস্ত জিনিষের পূর্বে তোমার নবীর নূরকে তাঁহার নূর হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর সেই নূর ক্বুদরতে ভ্রমন করিতে ছিল যেখানে আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিয়াছেন। সেই সময় ছিলনা লওহ্ ও ক্বলম, জান্নাত ও জাহান্নাম, ফিরিশ্তা এবং আসমান ও জমীন, সূর্য্য ও চন্দ্র এবং জিন্ ও ইনসান। অতঃপর যখন আল্লাহ মাখলুক্ব পয়দা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন উক্ত নূরকে চার ভাগে বিভক্ত করিলেন। প্রথম অংশ হইতে কলম, দ্বিতীয় অংশ হইতে লওহ, তৃত্বীয় অংশ হইতে আরশ সৃষ্টি করিলেন। তারপর চতুর্থ অংশকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম অংশ হইতে আরশ বাহী ফিরিশ্তা, দ্বিতীয় অংশ হইতে কুরসী, তৃত্বীয় অংশ হইতে বাকী ফিরিশ্তা সৃষ্টি করিলেন। তারপর চতুর্থ অংশকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম অংশ হইতে আকাশ সমূহ, দ্বিতীয় অংশ হইতে জমীন সমূহ, তৃত্বীয় অংশ হইতে জান্নত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করিয়াছেন। তারপর চতুর্থ অংশকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম অংশ হইতে মুমিনদিগের চোখের জ্যোতি, দ্বিতীয় অংশ হইতে উহাদের অন্তরের জ্যোতি, যাহা হইল আল্লাহর মা'রেফাত, তৃত্বীয় অংশ হইতে উহাদের মুহাব্বাতের জ্যোতি, যাহা হইল তাওহীদ -লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন। (আল মাওয়াহিবুল্লা দুন্নীয়া খন্ড ১ পৃষ্ঠা ৯, আল্ ফাতা ওয়াল হাদসিয়া পৃষ্ঠা ৫৯, হুজ্জাতুল্লা হিল আলাল আলামীন পৃষ্ঠা ২৮) অনুরূপ উল্লেখিত হাদীসটি আল্লামা হুসাইন বিন মুহাম্মাদ 'তারিখুল খামীস' প্রথম খন্ড ২২ পৃষ্ঠায় ও আল্লামা ফাসী 'মাতালি উল মুসার্রাত' ২২১ পৃষ্ঠায় এবং আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলবী আলাইহির রহমাহ 'মাদারেজুন্ নবুওয়াত দ্বিতীয় খন্ডে ২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন। আল্লামা আব্দুল গণী নাবলিসী 'আল হাদীকাতুন্নদীয়া' দ্বিতীয় খন্ডে ৩৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন —

pdf By Syed Mostafa Sakib

قَدْ خُلِقَ كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ نُوْرِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَمَا وَرَدَبِهِ الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ

"ক্বদ্ খুলিক্বা কুল্লু শাইয়িন মিন নূরীহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কামা অরাদা বিহিল হাদীসিস্ সাহী"। অর্থাৎ নিশ্চয় সমস্ত জিনিষ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নূর হইতে পয়দা হইয়াছে। যেমন এই সম্পর্কে সহী হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে।

হুজুর আল্লাহর জাতী নূর হইতে পয়দা হইয়াছেন

হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদীস হইতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতেছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আল্লাহর জাতী (নিজস্ব) নূর হইতে পয়দা হইয়াছেন। কারণ, 'নূর' এর সম্পর্ক আল্লাহর ইল্ম, ক্বুদরাত ও রহমাত ইত্যাদি সিফাতের (গুনের) দিকে নাই। বরং 'নূর' এর সম্পর্ক আল্লাহর দিকে রহিয়াছে। উলামায়ে ইসলাম আল্লাহর জাতী নূর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যেমন আল্লামা জারকানী আলাইহির রহমাহ উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন —

مِنْ نُوْرِهٖ اَىْ مِنْ نُوْرٍ هُوَ ذَاتُهٗ

"মিন নূরীহি আয় মিন নূরীন হুয়া জাতুহু"। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে তাঁহার নিজস্ব নূর হইতে পয়দা করিয়াছেন। (অর্থাৎ বিনা মাধ্যমে তাঁহার জাতী নূর হইতে পয়দা করিয়াছেন। (জারকানী শরহে মাওয়াহিবুল্লা দুন্নীয়া খন্ড ১ পৃষ্ঠা ৫৫, সংগৃহীত সিলাতুস্ সফা ফি নূরিল মুস্তফা পৃষ্ঠা ১২, লেখক ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী) অনুরূপ শাহ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলবী আলাইহির রহমাহ লিখিয়াছেন —

pdf By Syed Mostafa Sakib

و سیّد رسل مخلوق است از ذات حق

"অ সাইয়েদে রুসুল মাখলুক্ব আস্ত আজ্ জাতে হক্ব"। অর্থাৎ রাসুলদিগের সরদার (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আল্লাহর জাত হইতে পয়দা হইয়াছেন। (মাদারেজুন্ নবুওয়াত খন্ড ২ পৃষ্ঠা ৬০৯)

হুজুর আল্লাহর অংশ নহেন

ইহাতে আদৌ সন্দেহ নাই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আল্লাহর নূর হইতে পয়দা হইয়াছেন এবং জাতী নূর হইতে পয়দা হইয়াছেন। তাই বলিয়া হুজুর আল্লাহর অংশ নহেন অথবা আল্লাহর কোন অংশ হুজুরের মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাও নহে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা অংশ হওয়া হইতে এবং কাহারো মধ্যে প্রবেশ করা হইতে পবিত্র। অবশ্য কোন মুসলমান এই প্রকার ধারণা রাখিয়া থাকেনা যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আল্লাহর অংশ হইয়া গিয়াছেন। এই প্রকার ধারণা নিঃসন্দেহে কুফরী। যদি কেহ এই প্রকার ধারণা রাখিয়া থাকে, তাহাহইলে সে অবশ্যই মুশরিক কাফের হইয়া যাইবে।

একটি বাস্তব উদাহরন

মানুষ কোন সময় আল্লাহর জাত বা সত্ত্বা সম্পর্কে সম অবগত হইতে পারেনা। তাহার সত্ত্বা মানব চিন্তার বহু উর্দ্ধে। তিনি কেমন করিয়া তাহার নূর হইতে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা একমাত্র তিনিই অবগত রহিয়াছেন। তবে আল্লাহ তায়ালা গোমরাহী হইতে বাঁচাইবার জন্য আমাদের সম্মুখে কিছু বাস্তব জিনিষ রাখিয়া দিয়াছেন। যদি আমরা সেই জিনিষগুলি সম্পর্কে সামান্য গবেষনা করিয়া থাকি, তাহাহইলে অবশ্যই গোমরাহী হইতে পরিত্রান পাইব। যথা, সূর্য্য অথবা প্রদীপ আমরা প্রতিদিন দেখিয়া বা ব্যবহার করিয়া থাকি। শত শত আয়নাকে যদি সূর্য্যমূখি করিয়া রাখা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সূর্য্য ও উহার কিরণ শত শত আয়না হইতে বিকশিত হইবে। কিন্তু প্রকৃত সূর্য্যের মধ্যে সামান্য কম হইবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

না। মানুষ কোটি কোটি আয়নাকে সূর্য্যমূখি করিয়া সূর্য্যের অস্তিত্বকে বিলিন করাতো দুরের কথা সূর্য্যের কিরণ কনাকে পর্যন্ত কমাইতে পারিবেনা। অনুরূপ একটি প্রদীপ হইতে শত শত প্রদীপ জ্বালাইয়া লইলে প্রথমটিতে কোন প্রকার কম হয় না। মানুষ একটি প্রদীপ হইতে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ জ্বালাইয়া প্রদীপ নেভানো তো দুরের কথা; প্রদীপের আলোক বিন্দু পর্যন্ত কমাইতে পারিবেনা। যদি আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি বস্তুগুলির এই প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মহান আল্লাহর অবস্থা কেমন হইবে! একটি প্রদীপ হইতে লক্ষাধিক প্রদীপ জ্বালাইবার পর প্রথমটির মধ্যে যদি মূলতঃ কম না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আল্লাহর নূর হইতে এক হজরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পয়দা হইয়াছেন বলিয়া আল্লাহর নূর কম হইয়া যাইবে? আজ পর্যন্ত কোন নির্বোধ দ্বিতীয় প্রদীপের আলোকে প্রথম প্রদীপের আলোর অংশ ধারণা করিয়া থাকেনা! তাহা হইলে কোন নির্বোধের নির্বোধ রাসুলকে আল্লাহর নূরের অংশ ধারনা করিবে?

হুজুর খোদা নহেন কিন্তু খোদা হইতে জুদাও নহেন

মুসলমানদিগের ধারনা ও ঈমান ইহাই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম স্বয়ং খোদা নহেন এবং খোদা হইতে পৃথকও নহেন। যে ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে খোদা বলিবে, সে মুশরিক ও কাফের হইবে। অনুরূপ যে ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে খোদা হইতে পৃথক বলিবে, সে বেঈমান হইবে। এখন আপনি যে প্রশ্নের সম্মুখিন হইয়াছেন, তাহা অবসানের জন্য সূর্য্য ও প্রদীপের উদাহারণটি যথেষ্ট। কারণ, সূর্য্যের কিরণ ও প্রদীপের আলো, সূর্য ও প্রদীপ নয়। অনুরূপ কিরণ ও আলো সূর্য ও প্রদীপ হইতে পৃথক নয়। যদি প্রদীপের আলোকে প্রদীপ বলা হয়, তাহা হইলে আলোতে আঘাত করিলে প্রদীপে আঘাত অবশ্যই লাগিবে। কিন্তু বাস্তবে এই প্রকার হইবে না। আর যদি আলোকে প্রদীপ হইতে পৃথক বলা হয়, তাহা হইলে আলোকে প্রদীপ হইতে পৃথক করাইয়া অন্যত্রে সরানো সম্ভব হইবে। কিন্তু বাস্তবে তাহা সম্ভব হইবে না। অনুরূপ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম খোদা নহেন এবং খোদা হইতে জুদাও নহেন। যদিও আল্লাহ এবং তাহার রাসুল পার্থিব বস্তুর উদাহারনের বহু উর্দ্ধে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোরানের আলোকে চিন্তা করুন

আল্লাহ তায়ালা হাত, পা ও অঙ্গ প্রতঙ্গ তথা জড় দেহ হইতে পাক পবিত্র। তথাপীও বলা হইয়াছে —

يَدُ اللهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ

'ইয়াদুল্লাহি ফাওক্কা আইদীহিম'। অর্থাৎ তাহাদের (সাহাবাদের) হাতের উপর আল্লাহর হাত। (সূরা ফাতাহ)

কেহ আয়াতের অনুবাদ ভূল হইয়াছে, বলিতে পারিবেনা। অনুরূপ কেহ 'শির্ক' হইয়া যাইবে বলিতেও পারিবেনা। কেবল আয়াতের প্রতি আমাদের ঈমান রাখা ফরজ। আল্লাহর হাত কেমন তাহা আল্লাহই জানেন। উহা অনুসন্ধান করিতে যাওয়া জরুরী নয়। অনুরূপ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — ''আল্লাহ তায়ালা তাঁহার নূর হইতে আমার নূরকে পয়দা করিয়াছেন''। আল্লাহ কেমন করিয়া পয়দা করিয়াছেন; তাহা আল্লাহই জানেন। আমাদের জানিবার প্রয়োজন নাই। কেবল হাদীস শরীফের প্রতি ঈমান রাখা জরুরী। কোন জিনিষ আল্লাহর দিকে সম্বোধন হইলেই আল্লাহর অংশ হইয়া যাইবে ধারনা করা কোরয়ান বিরুদ্ধ। কারণ, আল্লাহ পাক হজরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে ঘোষনা করিয়াছেন —

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِىْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا

''অ মার্ ইয়ামাব নাতা ইমরানা আল্লাতী আহাসানাত ফারজাহা ফা নাফাখনা ফি হি মির্ রুহিনা''। অর্থাৎ ইম্রানের কন্যা মারইয়াম যিনি নিজের লজ্জা স্থানকে পবিত্র রাখিয়াছেন। অতঃপর উহাতে আমার রুহুকে ফুৎকার করিয়াছি। (সূরা তাহরীম)

বর্তমান আয়াত শরীফে আল্লাহ তায়ালা পরিস্কার ঘোষনা করিয়াছেন যে, আমি মার ইয়ামের মধ্যে আমার রুহ্কে ফুৎকার করিয়াছি এবং উক্ত রুহ্ হইতে হজরত ঈসা আলাইহিস্ সাল্লাম পয়দা হইয়াছেন। উল্লেখিত আয়াত শরীফের মর্মে ইসলাম জগত হজরত ঈসা আলাইহিস্ সাল্লামকে 'রুহুল্লাহ' বলিয়া থাকেন। যদি উহা শির্ক না হয়, তাহা হইলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে 'নূরুল্লাহ' বলিলে শির্ক হইবে কেন?

pdf By Syed Mostafa Sakib

আপনি কি দেওবন্দী ?

যদি আপনি দেওবন্দী বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনাদের বুজর্গ মুফতী এনায়েত আহমাদ সাহেবের উক্তি হইতে উপদেশ গ্রহন করুন। যথা; তিনি লিখিয়াছেন —

ہزاروں ہزار حمد جناب رب العزت کو جسنے سب سے پہلے اپنے حبیب محمد مصطفٰے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا اور اس نور سے سارے عالم کو ہویدا کیا

"হাজারোঁ হাজার হাম্‌দ জনাব রব্বুল ইজ্জাত কো জিস্‌নে সবসে পহলে আপনে হাবীব মোহাম্মাদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কা পূর পয়দা কিয়া আওর উস নূরসে সারে আলাম কো হোবায়দা কিয়া"। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার হাজার হাজার প্রসংশা। যিনি সর্ব প্রথম তাঁহার হাবীব হজরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নূরকে পয়দা করিয়াছেন এবং উক্ত নূর হইতে সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করিয়াছেন। (তাওয়ারিখে হাবীবে ইলাহ ২ পৃষ্ঠা) অনুরূপ তিনি আরো লিখিয়াছেন—

حدیث میں آیا ہے اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰہُ نُوْرِیْ یعنی اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا کتب اخبار میں وارد ہے کہ اللہ تعالٰی نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا اور سارے عالم کو اس سے جلوۂ ظہور میں لایا آسمان، زمین، ستارے، چاند، سورج اور سب انبیا و اولیا اسی نور کے پرتو ہیں اور حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کا منشا ہے

"হাদীস মে আয়া হ্যায় আউ ওয়ালু মা খালাক্বল্লাহু নূরী, ইয়ানী আল্লাহ জাল্লা জালালুর মে সবসে পহ্‌লে মেরে নূর কো পয়দা কেয়া কুতুবে আখবার সে ওয়ারিদ হ্যায় কেহ্ আল্লাহ তায়ালা নে সবসে পহলে আপকে নূর পয়দা কেয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

আওর সারে আলাম কো উসে জালওয়ায়ে জহুর মে লায়া আসমান, জমীন, সেতারে, চাঁন্দ, সূরাজ, আম্বিয়া অ আউলিয়া উসি নূরকে পার্ তাও হ্যাঁয় আওর হাক্বীক্বাতে মোহাম্মাদী সবকা মানশা হ্যায়'' অর্থাৎ — হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা সর্ব প্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইতিহাসের কিতাবগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা সর্ব প্রথম তাঁহার নূরকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমস্ত জগতকে তাঁহার নূর হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। আসমান, জমীন, তারকা, চন্দ্র, সূর্য এবং সমস্ত আম্বিয়া ও আউলিয়া উক্ত নূরেরই কিরণ, হাক্বীক্বাতে মোহাম্মাদী হইল সমস্ত সৃষ্টির উৎস। (তাওয়ারিখে হাবীবে ইলাহ ৩ পৃষ্ঠা)

মুফতী এনায়েত আহমাদ সাহেবের উক্তি হইতে দিবালোকের ন্যায় প্রমান হইল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নূর ছিলেন এবং তাঁহার নূর হইতে সমস্ত জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। হুজুরকে নূর বলা এবং তাঁহার নূর হইতে সমস্ত জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে ধারণা করা যদি শির্ক হইয়া থাকে; তাহা হইলে মুফতী এনায়েত সাহেবকে মুশরিক ও কাফের বলুন। অন্যথায় আপনি তওবা করুন।

একটি প্রাণহীন প্রশ্ন

যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নূর হইতে সমস্ত জাহান, বিশেষ করিয়া জাহান্নাম পয়দা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাতে কি হুজুরের নূরের অপবিত্রতা ও অসম্মান হইবেনা ? এই প্রকার নিষ্প্রাণ প্রশ্নের উত্তরে সূর্য্যের উদাহরণ প্রদান করাই যথেষ্ট হইবে। সূর্য্যের কিরণ সমস্ত জিনিষের উপর বিরাজ করিয়া থাকে। অপবিত্র জিনিষের উপর সূর্য্যের কিরণ বিরাজ করিবার কারনে সূর্য্য অপবিত্র হইয়া যায়না। বরং অপবিত্র জিনিষ পবিত্র হইবার জন্য নিজ সামর্থ অনুযায়ী সূর্য্যের সাহায্য গ্রহন করিয়া থাকে। অনুরূপ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নূর হইতে সমস্ত জাহান, বিশেষ করিয়া জাহান্নাম পয়দা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার নূরের অপবিত্রতা ও অসম্মান হইতে পারেনা এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সমস্ত জাহানের উপর প্রত্যেক জিনিষের সামর্থ অনুযায়ী ফায়েজ প্রদান করিয়া থাকেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ছায়া ছিলনা

عَنْ ذَكْوَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُرٰى لَهُ ظِلٌّ فِىْ شَمْسٍ وَلَا فِىْ قَمَرٍ

"আন্ জাক ওয়ানা আন্না রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম লাম ইয়াকুন ইউরা লাহু জিল্লুন ফী শামসিন্ অলা ফী ক্বামারিন" অর্থাৎ হজরত জাকওয়ান হইতে বর্ণিত হইয়াছে — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ছায়া মোবারক সূর্য্য ও চন্দ্রের আলোতে দেখা যাইত না। (খাসায়েসে কোবরা খন্ড ১ পৃষ্ঠা ৬৮)

قَالَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اِنَّ اللهَ مَا اَوْقَعَ ظِلَّكَ عَلَى الْاَرْضِ لِئَلَّا يَضَعَ اِنْسَانٌ قَدَمَهُ عَلٰى ذٰلِكَ الظِّلِّ

"ক্বলা উসমানু রাদী আল্লাহু আন্নাল্লাহা মা আও কাআ জিল্লাকা আলাল আরদি লি আল্লা ইয়াদাআ ইনসানুন ক্বদামাহু আলা জালিকাজ্ জিল্লি" অর্থাৎ হজরত উসমান গণী রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন (ইয়া রাসুলাল্লাহ!) নিশ্চয় আল্লাহ পাক আপনার ছায়া মাটিতে পড়িতে দেন নাই। যাহাতে উক্ত ছায়ার উপর কোন মানুষ পা রাখিতে না পারে। (তাফসীরে মাদারিক খন্ড ২ পৃষ্ঠা ১০৩)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ছায়া না থাকাই তাঁহার অন্যতম মো'জিজা। উলামায়ে ইসলাম নিজ নিজ কিতাবে হুজুরের ছায়া ছিলোনা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যথা — ইমাম জালালুদ্দীন ইউতী 'খাসায়েসে কোবরা' প্রথম খন্ড ৬৮ পৃষ্ঠায়, আল্লামা কাজী ইয়াজ 'শিফা শরীফ' প্রথম খন্ড ৩৪২ পৃষ্ঠায়, আল্লামা শিহাবুদ্দীন খাফ্ফাজী 'নাসিমুর রিয়াজ' তৃত্বীয় খন্ড ৩১৯ পৃষ্ঠায়, আল্লামা কাস্তালানী 'আল মাওয়াহিবু ল্লাদুন্নীয়া' প্রথম খন্ড ১৮০ পৃষ্ঠায়, আল্লামা ইবনো জাওজী 'কিতাবুল ওফা' দ্বিতীয় খন্ড ৪০৭ পৃষ্ঠায়, আল্লামা হুসাইন ইবনো মোহাম্মাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

'কিতাবুল খামীস' প্রথম খন্ড ২৪৮ পৃষ্ঠায়, আল্লামা ইবনো হাজার মাক্কী 'আফজালুল ক্বুরা' ৭২ পৃষ্ঠায়, আল্লামা তাক্বীউদ্দীন সুবকী 'সীরাতে হালাবীয়া' দ্বিতীয় খন্ড ৯৪ পৃষ্ঠায়, আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী 'জামাউল ওসায়েল' প্রথম খন্ড ৪৭ পৃষ্ঠায়, আল্লামা শাইখ আব্দুল হক্ব মোহাদ্দিস দেহলবী মাদারেজুন্ নবুওয়াত প্রথম খন্ড ৪৩ পৃষ্ঠায় ও ইমামে রব্বানী মোজাদ্দিদে আলফে সানী আলাইহিমুর্ রহমহ 'মাকতুবাত' তৃত্বীয় খন্ড ১৪৭ পৃষ্ঠায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ছায়া ছিলনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে ইমাম আহমাদ রেজা আলাইহির রহমার লেখা 'নূরুল মুস্তফা', 'নাফীন্নাফী' ও 'ক্বমরুত্ তামাম' পাঠ করুন।

ওলামায়ে দেওবন্দের অভিমত

আল্লাহ তায়ালা কোরয়ান মাজীদে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে 'নূর' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অনুরূপ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিজেকে 'নূর' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। উলামায়ে ইসলাম সর্ব সম্মতি ক্রমে হুজুরকে 'নূর' বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, 'নূর' চন্দ্র ও সূর্য্যের আলো অপেক্ষা কোটি কোটি গুন সুক্ষ্ম। সেইহেতু চন্দ্র ও সুর্যের আলোতে হুজুরের ছায়া পড়িত না। ইহা বাস্তব সত্য ও যুক্তি সঙ্গত এবং ছায়া না থাকাই হুজুরের একটি বিশেষ মো'জিজা। কিন্তু বর্তমানে উলামায়ে দেওবন্দ এই বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করিয়া এবং কিছু ল্যাংড়া যুক্তির আড়ালে হুজুরের এই বিশেষ মো'জিজাকে অস্বীকার করিয়া থাকে। যথা — মুফতী গোলাম মুইনুদ্দীন সাহেব 'মাদারিজুন্ নবুওয়াত' মুতার্জাম প্রথম খন্ড ৪৩ পৃষ্ঠায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ছায়া না থাকিবার হাদীসটি অনুবাদ করিবার পর লিখিয়াছেন যে, "এই হাদীসটি জঈফ এবং সঠিক ইহাই যে, হুজুরের ছায়া মুবারক ছিল"। অনুরূপ দেওবন্দের মুফতী শফী সাহেব 'মামুলুল ক্বুল ফি জিল্লির রসুল' নামক কিতাবে প্রত্যক্ষ ও পরক্ষ ভাবে হুজুরের ছায়া না থাকিবার কথা অস্বীকার করিয়াছেন। ইহাদের ধারনায় যেহেতু হুজুর রক্ত মাংস বিশিষ্ট বাশার ছিলেন। সেই হেতু তাঁহার 'নূর' হওয়া এবং ছায়া না থাকাই অবাস্তব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দুই দেওবন্দী দেবতা

বর্তমানে উমায়ে দেওবন্দ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের 'নূর' হওয়া ও ছায়া না থাকা অস্বীকার করিলেও উহাদের দুই দেবতা — মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী ও আশরাফ আলী থানুবী সাহেব উহা স্বীকার করিয়াছেন। যথা - গাঙ্গুহী সাহেব লিখিয়াছেন —

حق تعالٰی آنجنا سلامہ علیہ را نور فرمود و بتواتر ثابت شد کہ آنحضرت علی سایہ نداشتند وظاہر است کہ بجز نور ہمہ اجسام ظل می دارند

"হক্ব তায়ালা আঁ জনাব সাল্লাল্লাহু আলাইহি রা নূর ফরমুদ অবা তাওয়াতুরসাবেত শোদ কেহ্ আঁ হাজরাতে আলী সায়া নাদাশ তান্দ অ জাহের আস্ত কেহ বাজুজ নূর হামা আজসাম জেল মী দারান্দ" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে নূর বলিয়াছেন এবং এই কথা ধারা বাহিক ভাবে প্রমান হইয়াছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ছায়া ছিলনা এবং প্রকাশ থাকে যে, 'নূর' ছাড়া সমস্ত দেহের ছায়া হইয়া থাকে। (ইমদাদুস্ সলুক পৃষ্ঠা ৮৫,৮৬) অনুরূপ থানুবী সাহেব লিখিয়াছেন —

یہ بات بہت مشہور ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہیں تھا (اس لے کہ) ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرتا پا نور ہی نور تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ظلمت نام کو بھی نہ تھی اس لے آپ کے سایہ نہ تھا کیونکہ سایہ کے لئے ظلمت لازمی ہے

এহ বাত মাশহুর হ্যা কেহ্ হামারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে ছায়া নেহি থা। (ইস্লিয়ে কেহ) হামারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আয সারতা পা নূরহী নূর থে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মে জুলমাতে নাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

কো ভী নাথী ইস্‌লিয়ে আপকে ছায়া নাথা কিঁউকেহ ছায়া কে লিয়ে জুলমাত লাজেমী হ্যায় অর্থাৎ — এ কথা মশহুর রহিয়াছে যে, আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ছায়া ছিলনা। কারণ, আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মস্তক হইতে পা মোবারক পর্যন্ত নূরই নূর ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মধ্যে অন্ধকার নামই ছিলনা। এই কারনে তাঁহার ছায়া ছিলনা। কারণ, ছায়ার জন্য অন্ধকার জরুরী। (শুকরুন ন্যামাত বে জিকরির রহমাত ৩৯ পৃষ্ঠা)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কি বাশার ছিলেন না ?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বাহ্যিক আকৃতিতে অবশ্যই বাশার ছিলেন। বাশার হইলেই যে, নূর হইতে পারিবেনা এবং ছায়া থাকিতেই হইবে এমন কথা নয়। ইহাতে আদৌ সন্দেহ নাই যে, হজরত জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম বাশার নহেন। বরং তিনি নূরের সৃষ্টি একজন ফিরিশ্‌তা। অথচ তিনি হজরত মার ইয়ামের নিকট মানব আকৃতি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়া ছিলেন। (সূরা মার ইয়াম) অনুরূপ তিনি মানব আকৃতি ধারণ করিয়া সাহাবাদিগের সম্মুখে হুজুরের দরবারে উপস্থিত হইতেন। যেমন মিশকাত শরীফের ১ পৃষ্ঠায় ও মোসনাদে ইমাম আ'জম মোতার্জামের ৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম মানব আকৃতিতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে আসিয়া অনেকগুলি প্রশ্ন রাখিয়া ছিলেন। হজরত জিব্রাইল আলাইহিস্ সালামের মানব আকৃতি ধারণ করিবার কারনে কেহ তাঁহার নূরী অস্তিত্বকে অস্বীকার করিতে পারিবেনা এবং তাঁহার ছায়া ছিল বলিতে পারিবেনা। অনুরূপ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বাশারী সুরাতে মানব আকৃতিতে চামড়ার পোষাকে আবৃত ছিলেন বলিয়া কেহ তাঁহার নূরী অস্তিত্বকে অস্বীকার করিতে পারিবেনা এবং তাঁহার ছায়া ছিল বলিতে পারিবেনা। এই স্থলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত জিব্রাঈলের উদাহরনের বহু উর্ধে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহ হুজুরকে তিন প্রকার আকৃতি দান করিয়াছেন

আল্লাহ তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে তিন প্রকার আকৃতি দান করিয়াছেন। যথা— (ক) বাশারী (খ) মালাকী (গ) হাক্কী। হুজুরের বাশারী আকৃতির দিকে ইঙ্গিত করতঃ আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন —

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

"মাহবুব! তুমি বলিয়া দাও আমি তোমাদের মত বাশার"।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিজের মালাকী আকৃতির দিকে ইঙ্গিত করতঃ ঘোষণা করিয়াছেন —

لَسْتُ كَاَحَدٍ اَبِيْتُ عِنْدَ رَبِّىْ

আমি তোমাদের কাহারো মত নই। আমি আল্লাহর নিকট রাত যাপন করিয়া থাকি। অনুরূপ তিনি তাঁহার হাক্কী সুরাতের দিকে ইংগিত করতঃ বলিয়াছেন —

لِىْ مَعَ اللهِ وَقْتٌ لَا يَسَعُنِىْ فِيْهِ
مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِىٌّ مُرْسَلٌ

আল্লাহর সহিত আমার একটি নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে। উক্ত সময়ের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার কোন নিকটস্থ ফিরিশ্‌তা ও কোন রসুল অংশ গ্রহন করিতে পারেন না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিজের হাক্কী সুরাতকে ব্যাখ্যা করতঃ বলিয়াছেন—

مَنْ رَآنِىْ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ

যে আমাকে দেখিয়াছে; সে হক্ককে দেখিয়াছে। (তাফসীরে রুহুল বায়ান খন্ড ৫ পৃষ্ঠা ৩১২)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বাহিয্যিক আকৃতিতে বাশার ছিলেন। কিন্তু বাশারীয়াত তাঁহার প্রকৃত হাক্কীক্বাত নয়। তাঁহার হাক্কীকাত সম্পর্কে একমাত্র

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহ তায়ালা ব্যতিত কেহই অবগত নহেন। যাহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সয়ং হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহুকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

يَا اَبَا بَكْرٍ لَمْ يَعْرِفْنِىْ حَقِيْقَةً غَيْرَ رَبِّىْ

"ইয়া আবা বাক্‌রিন লাম ইয়া রিফ্‌নী হাক্বীক্বাতান গায়রা রব্বী" অর্থাৎ- হে আবু বাকার! আল্লাহ ছাড়া কেহ আমার হাক্বীক্বাত চিনিতে পারে নাই। (তাজাল্লিল ইয়াক্বীন পৃষ্ঠা ৯৭) যেহেতু বাশারীয়াত হুজুরের হাক্বীক্বাত নয়, সেইহেতু সাধারন বাশারের উপর অনুমান করিয়া হুজুরের বাশারীয়াতের ছায়া ছিল বলিয়া প্রমান করিতে যাওয়া আদৌ যুক্তি সঙ্গত হইবেনা।

রুহে মোহাম্মাদীর অ সাধারণ ক্ষমতা

রূহ বা আত্মা জগৎকে কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেনা। কিন্তু উহার অস্তিত্ব অতি সুক্ষ হইবার কারণে দেখা যায়না। সেইহেতু চন্দ্র ও সূর্য্যের আলোতে উহার ছায়াও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সুক্ষ রূহের সাময়িক বাসস্থান হইল মানুষের জড় দেহ। মানব দেহে রূহ প্রবেশ করিবার পূর্বে এবং দেহ হইতে রূহ বাহির হইয়া যাইবার পর দেহ সম্পূর্ণ অকেজো হইয়া যায়। এক কথায়, রূহ সুক্ষ হইয়াও এমনই শক্তি শালী যে, দেহে প্রবেশ করিয়া দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পরিচালনা করিতে সামর্থ হয়। কিন্তু দেহকে সুক্ষ্ম করিয়া ফেলিতে পারেনা। যাহার কারণে দেহের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইল সাধারণ রূহের অবস্থা।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রূহ মোবারক এমনই সুক্ষ্ম হইতে সুক্ষ্ম ও অসাধারণ শক্তি শালী যে, হুজুরের পবিত্র দেহে প্রবেশ করিয়া পবিত্র দেহকে সুক্ষ করিয়া ফেলিতে সামর্থ হইয়া ছিল। যাহার কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র দেহের ছায়া ছিলনা। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, রূহের ন্যায় হুজুরের পবিত্র দেহ অদৃশ্য না হইয়া দেখা যাইত কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যাহা অদৃশ্যে থাকে, তাহার ছায়ার প্রশ্ন উঠিতে পারেনা। যাহার দেখিতে পওয়া যায় না তাহার ছায়া না থাকাই কোন বিশেষত্ব নহে। কিন্তু যাহার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ছায়া না থাকাই তাহার বিশেষত্ব। অনুরূপ

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র দেহ অদৃশ্য হইয়া ছায়া বিহীন হইলে ইহাতে তাঁহার কোন বিশেষত্ব থাকিতনা। ইহাই হইল সব চাইতে বড় আশ্চর্য ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র দেহের বড় বিশেষত্ব যে, পবিত্র দেহ দেখা যাইত কিন্তু উহার ছায়া দেখা যাইত না।

মো'জিজা কাহাকে বলা হয়?

মো'জিজা উহাকে বলা হয়, যাহা আক্বল্ বা জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায় না। আক্বল্ বা জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা যাহা বোঝা যায়, তাহা মো'জিজা নয়। যথা — ছোট একটি গ্লাসে এক মন দুধ থাকা সম্ভব নয়। অনুরূপ ছোট একটি গ্লাসের দুধ এক মন ওজন হওয়া সম্ভব নয়। এই প্রকার অসম্ভব জিনিষ সম্ভব হইবার নাম মো'জিজা। আম্বিয়া আলাইহিস্ সালামগনের মো'জিজা গুলি যদিও আমাদের সীমিত জ্ঞানের বহির্ভূত। তথাপিও আমরা ঐ মো'জিজা গুলির প্রতি ঈমান আনিতে বাধ্য। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র দেহের ছায়া না থাকাই একটি অন্নতম মো'জিজা। আমাদের সীমিত জ্ঞানে উহা বুঝিতে না পারিলেও উহার প্রতি ঈমান রাখা জরুরী!

— ঃ সমাপ্ত ঃ —

pdf By Syed Mostafa Sakib

শয়তানের সেনাপতি

প্রথম অধ্যায়

প্রেসের কাজ সমাপ্ত হইবার মাত্র দুই দিন পূর্বে ৩০/১০/৯২ শুক্রবার সন্ধ্যায় জনৈক ব্যক্তি 'রেজাখানী ফিৎনা' নামক একটি পুস্তিকা আনিয়া দিলেন। লেখক মৌলবী শামসুর রহমান ঘাসি পুরী সাহেব, মুর্শিদাবাদ। পুস্তিকা আমার বিরুদ্ধে লেখা হইয়াছে বলিয়া ধারনা হইলেও আমার মনে বিন্দু মাত্র রেখাপাত করে নাই। কারণ, তিনি ৮৯ সালে আমার বিপক্ষে ঐক্য বদ্ধ প্রতিরোধ নামক একখানা পুস্তিকা লিখিয়া ছিলেন। অনুরূপ তাহার গ্রামের আরো একজন মৌলবী ইসমাইল সাহেবও এক খানা বিজ্ঞাপন লিখিয়া ছিলেন। ইহাতে তাহারা কোন সুশিক্ষিত মানুষের পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাহাদের গ্রামের এবং এলাকার বহু মানুষ তাহাদের পুস্তিকা ও বিজ্ঞাপণ পাঠ করিয়া যারপর নয় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। সত্য বলিতে কি! অনেকেই তাহাদিগকে অসামাজিক, ইতোর বলিয়া ধিক্কার দিয়াছেন। কোন নিরপেক্ষ মানুষ তাহাদের বিজ্ঞাপন ও পুস্তিকা পাঠ করিলে আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না। কারণ, শত্রুর সহিত সামাজিক ভাবে কথা বলিতে হইলে ভাষাগত দিক দিয়া সম্মান দিতে হয়। এই নির্বোধদ্বয়ের মধ্যে সেই বোধ টুকুও নাই। আষাঢ় মাসে চাষারা লাঙ্গল চালাইবার সময় যেমন ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকে, ইহারা সেই প্রকার ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন -শামসুর রহমান সাহেব লিখিয়াছেন যে, "গোলাম ছামদানীকে বলছি যদি তুমি বাপের বেটা হও এবং মায়ের দুধ খেয়ে থাকো তাহলে যেগুলি তুমি লিখেছ সেগুলি প্রমাণ করার জন্য মেরুদন্ড সোজা করে এগিয়ে এসো। দৌলতাবাদ, ছয়ঘরী কিংবা ইসলামপুরে। যে কোন দিন তুমি আসতে পারো"। (ঐক্য বদ্ধ প্রতিরোধ দ্রঃ) অনুরূপ ইসমাইল সাহেব বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন— "হে ছামদানী নৈমুদ্দীন! বুকের পাটা থাকলে দিন ধার্য্য করে জ্ঞানীদের সমাবেশে এসে প্রমাণ কর। সম্মুখ সমরে এস"।

মানুষের শত সমালোচনার পরেও ইহারা নিজেদের ভূল বুঝিতে পারেন নাই। তাই অনুতপ্ত না হইয়া আরো দৃঢ়তার সহিত 'রেজাখানী ফিৎনা' পুস্তিকায় শামসুর রহমান সাহেব লিখিয়াছেন — "আমি চ্যালেঞ্জ কর্তাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করে ছিলাম। কারণ, একজন বেদাতী কে এর চেয়ে বেশি সম্মান দেওয়া যায় না"।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যেহেতু আমি তাহার ধারণায় বেদাতী। সেহেতু আমাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। আমার ধারণায় শামসুর রহমান সাহেব কিন্তু ওহাবী। তাহা হইলে আমি কি তাহাকে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিব? যিনি আমাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। আমি তাহাকে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি। কিন্তু ইহাতে শান্তি বলিয়া কিছুই থাকিবেনা। কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ ইহা সমর্থন করিবেনা। আর সত্যিই যদি 'আমাকে' ইহার থেকে বেশি সম্মান না দেওয়া যায়, তাহা হইলে ১১/৫/৯২ সোমবার কাসীম নগরের বাহাস সভাতে আমাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিয়া ছিলেন কেন? ভূল করিয়া? না ভয় করিয়া? আমার মনে হয় সেদিন 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিয়া সৎসাহসিকতার পরিচয় দেওয়া উচিৎ ছিল। শত শত মানুষ আপনার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিত অথবা আপনাকে উচিৎ শিক্ষা প্রদান করিত। আগামী দিনে যদি ঐ প্রকার কোন সুযোগ আসিয়া যায়, তাহা হইলে ভূল করিবেন না, ভয় করিবেন না। 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিবেন। তাহা হইলে আপনার দৈহিক কোন ব্যথা বেদনা বা অসুস্থতা থাকিলে ইঞ্জেকশন, ক্যাপশুল ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হইবেনা। সাধারণ মানুষ লাঞ্ছনা, ভৎসনা ও প্রয়োজনে লাথি, চড়, কিল, ঘুঁশি দিয়া ভাল চিকিৎসা করিয়া দিবে।

পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য লিখিতেছি। গত ৩/৮/৯২ তারিখে আমার মাদ্রাসার আলিম ২য় বর্ষের ছাত্র মোহাম্মাদ আব্দুল হক মারফত শামসুর রহমান সাহেবকে নিম্নোরূপ ভাষায় পত্র প্রেরণ করিয়া ছিলাম "আমি অত্যন্ত উদারতা ও সৎ সাহসিকতার সহিত আপনাকে জানাইতেছি। আপনি আগামী ৫/৮/৯২ বুধবার বেলা ১০ ঘটিকা হইতে ৩ ঘটিকা পর্যন্ত যে কোন সময় ছয়ঘরী আলিয়া মাদ্রাসায় চলিয়া আসুন। ইনশা আল্লাহ আমি আমার বিজ্ঞাপনে যাহা কিছু লিখিয়াছি, তাহা প্রমাণ করিয়া দিব। যদি আপনি আসিতে চান, তাহা হইলে পত্র বাহকের নিকট লিখিত ভাবে জানাইয়া দিবেন। অন্যথায় আপনি আসিবেন না বলিয়া মনে করিব"।

ইহার উত্তরে তিনি আমাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং নিরাপত্তার অভাব দেখাইয়া আসিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

শামসুর রহমান সাহেব ও ইসমাইল সাহেবকে আমরা তাল পাতার ছেপাহী তুল্য মনে করিয়া থাকি। ইহাদের চ্যালেঞ্জে আমাদের দেহের লোম পর্যন্ত নড়িয়া থাকে না। তবে কিছু নির্বোধ ইহাদের ভূয়া চ্যালেঞ্জের উপর নির্ভর করিয়া পাড়ায় পাড়ায় অপপ্রচার চালাইয়া থাকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

গত ২৬/৫/৯২ মঙ্গলবার কাপাশ ডাঙ্গায় বাহাস বয়কট হইবার পর এলাকার হাজার হাজার মানুষ দেওবন্দীদের চ্যালেঞ্জের সত্যতা, বিদ্যার গভীরতা ও ময়দানে উপস্থিত না হইবার সুকৌশলতা উপলব্ধি করিয়াছেন। পশ্চিম বাংলায় দেওবন্দীদের ধর্মীয় চরিত্র উলঙ্গ করিয়া দেওয়ার জন্য শতস্ফূর্ত ভাবে আমরা তাহাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়া ছিলাম। মুফতী নঈমুদ্দীন রেজবী সাহেব 'চলুন মোনাজারাতে যাই' নামক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া ছিলেন। আমি নির্দিষ্ট দিনে শতাধিক কিতাব লইয়া সকাল পাঁচটার সময় কাপাশ ডাঙ্গায় উপস্থিত হইয়া ছিলাম। আল্লামা জহুর আলম সাহেব কিবলা, শাইখুল হাদীস আল্লামা অয়েজুল হক সাহেব কিবলা এবং আরো বহু উলামায়ে কিরামগন উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দেওবন্দী পক্ষের মাওলানা আজিজুল হক কাসেমী মেদিনীপুরী সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া একটি পাখিও পৌঁছায় নাই। ইহাতে পরক্ষ ভাবে প্রমাণ হইয়াছে যে, দেওবন্দীরা ১১/৫/৯২ কাসীম নগরের বাহাসে চরম পর্যায় পরাজিত হইবার পর ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া প্রশাসনের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ বাহাস বয়কট করিয়া ছিল।

শামসুর রহমান সাহেব তাহার প্রথম পুস্তিকায় এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করিতে পারেন নাই। কয়েকটি দুর্বল পয়েন্টের উপর নিম্ন শ্রেণীর শিশুদের ন্যায় কিছু আজে বাজে প্রশ্ন করিয়াছেন মাত্র। যাহার কারণে, আমার পত্রিকায় তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি নাই। দ্বিতীয় পুস্তিকাতে শামসুর রহমান সাহেব যে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহাতে শয়তান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবে এবং এই মুহূর্তে যদি দাজ্জাল প্রকাশ হয়, তাহা হইলে সে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার পতাকাটি শামসুর রহমান সাহেবের হাতে তুলিয়া দিবে। কারণ, শয়তান কখনো সত্য বলিতে জানেনা এবং দাজ্জালের কাজ হইবে প্রতারণা করা। শামসুর রহমান সাহেব এই সব দিক দিয়া অত্যন্ত পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার পুস্তিকায়। খুব তড়িঘড়ির মধ্যে ইহার কয়েকটি নমুনা সংক্ষিপ্ত ভাবে দেখাইতেছি।

উলামায়ে আহলে সুন্নাত বেরেলবী জামাতকে লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন যথা — (১) "সারা পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানকে যারা কাফের বলে ঘোষণা করে"।

শয়তানের সন্তুষ্টকারী শামসুর রহমান সাহেব ও ইসমাইল সাহেব বিনা প্রমানে বেরেলবী জামায়াতকে কলঙ্ক করিতে চাহিয়াছেন। বিশ্ব মুসলিম তো দুরের কথা একজন মুসলমানকে কাফের বলিয়াছেন প্রমান করিতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে দেওবন্দী আলেমদিগের ফতওয়া বাজি দেখিয়া নিন। মাওলানা আনওয়ার শাহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাশ্‌মিরী আবুল কালাম আযাদ সাহেবকে 'গোমরাহ' ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সাইয়েদ আহমাদ খানকে 'বে দ্বীন, কাফের' এবং মাওলানা শিবলী নো'মানীকে 'কাফের' বলিয়াছেন। (আলবিয়ান মুকাদ্দামায়ে মুশকিলাতুল কুরয়ান পৃষ্ঠা ৩২ হইতে ৩৪ পর্যন্ত) মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী সাহেব স্যার সাইয়েদ আহমাদ খানকে 'নাস্তিক' বলিয়াছেন। (আল ইফাদাতুল ইয়াওমিয়া খন্ড ৬ পৃষ্ঠা ৯৮) মাওলানা হুসাইন আহমাদ নকলী মাদানী সাহেব মুসলিম লীগে অংশ গ্রহণ করা হারাম এবং মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্‌কে 'বড় কাফের' বলিয়াছেন। (খুৎবাতে শাদারাত পৃষ্ঠা ৪৮) অনুরূপ মাদানী সাহেব জামায়াতে ইসলামী কে 'জাহান্নামী দল' বলিয়াছেন। (শায়খুল ইসলাম নাম্বার পৃষ্ঠা ১৫৯) দেওবন্দী আলেমগন ক্বাদিয়ানী সম্প্রদায়কে 'কাফের' বলিয়াছেন। (আশাদ্দুল আযাব পৃষ্ঠা ১৩) আমার একটি উদ্ধৃতি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করুন। অন্যথায় আরো একবার দাজ্জালের বড় ক্যাম্প দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্ত্তি হইয়া ট্রেনিং নিয়া আসুন। জামায়াতে ইসলাম ও মুসলিম লীগের সমর্থকরা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, দেওবন্দীদের সহিততাহাদের কেমন সম্পর্ক রাখা উচিৎ।

(২) ''যারা শির্ক ও বেদাতের পৃষ্ঠপোষকতা করে''

শামসুর রহমান সাহেব তো 'ধুল্ কা ফুল'। দেওবন্দের জন্ম লগ্ন হইতে আজ পর্যন্ত কেহ 'শির্ক ও বেদাত' এর সঠিক অর্থ জানেন না। আমরা যে অর্থ করিব তাহা নতশিরে মানিয়া লইতে হইবে। অন্যথায় আমরা তাহাদিগকে মুশরিক ও বেদাতী প্রমান করিয়া দিব। আপনি শির্ক ও বেদাতের একটি নমুনা পেশ করিলেন না কেন?

(৩) ''যারা সুদকে হালাল বলিয়া ঘোষনা করে''। অনুরূপ ইসমাইল সাহেব লিখিয়াছেন — ''ভন্ড সেজে সুদকে চালু করে লুটে পুটে আর কতদিন সুদের টাকা খাবে''?

শয়তানের শিষ্যদ্বয় কত বড় মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন। আমি ''ব্যাঙ্কের সূদ প্রসঙ্গ পুস্তিকায় পরিস্কার লিখিয়াছি যে, সুদ হারাম এবং যে হালাল বলিবে সে কাফের হইবে। কিন্তু ব্যাঙ্কের লোভ্যাংশ সুদে গন্য নয়। ইহা কেবল বেরেলবীদিগের ফতওয়া নয়। বরং দেওবন্দ মাদ্রাসার মুফতী সাহুল সাহেবও এই কথা বলিয়াছেন''। (রিয়াজুল জান্নাহ পৃষ্ঠা ১৫, সেপ্টম্বর সংখ্যা ১৯৮৯ সাল)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৪) "এরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে 'আলিমুল গায়েব' মনে করে"।

ইল্মে গায়েব সম্পর্কে 'ইমাম আহমাদ রেজা' ২য় সংখ্যায় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছি যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের খোদা প্রদত্ত 'ইল্মে গায়েব' ছিল। আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে 'আলিমুল গায়েব' কোন সময় ভূলিয়াও বলিনা। তাই তিনি কোন উদ্ধৃতি দিতে পারেন নাই। শয়তানের সেনাপতি শামসুর রহমান সাহেব 'ইল্মে গায়েব' অস্বীকার করিয়া থাকেন। আবার নিজেই বেরেলবীদের মনের খবর রাখেন।

(৫) — "প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে এরা হাজের নাজের বলে। প্রিয় নবীকে এ রকম মনে করা স্পষ্টতই শির্ক। এ রকম আক্বীদাহ্ থাকলে মানুষ মুশরেক হয়ে যায়"।

মুফতী গোলাম মঈনুদ্দীন সাহেব দেওবন্দী। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে 'হাজের নাজের' বলিয়াছেন। (মুতার্জাম মাদাদেজুন নবুওয়াত ১ম খন্ড ১২৪ পৃষ্ঠা, মাহাবুব প্রেস হইতে ছাপা) এবং এই কিতাবের সমর্থনে দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রয়াত সম্পাদক ক্বারী তৈয়ব সাহেব স্বাক্ষর করিয়াছেন। যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে 'হাজের নাজের' বলা শির্ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে মুফতী গোলাম মঈনুদ্দীন ও ক্বারী তৈয়ব সাহেব অবশ্যই মুশরিক হইতেছেন। বর্তমানে ইহারা জাহান্নামের কত নাম্বার রুমে বিশ্রাম করিতেছেন তাহা শামসুর রহমান সাহেব কি খবর রাখেন? ফুরফুরার বড় হুজুর আবুল হাই সিদ্দিকী সাহেবের নির্দেশে ও মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেবের সযত্নে তদীয় পুত্র আবু মুসা সাহেব কর্তৃত প্রণীত ও প্রকাশিত 'হক্কিকতে মোহাম্মাদী' পুস্তকের ১৮৩ পৃষ্ঠায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে 'হাজের নাজের' বলিয়াছেন। অনুরূপ মাওলানা রুহুল আমিন সাহেবের সমর্থিত 'আখেরাত রওশন' পুস্তকের ৪৮ পৃষ্ঠায় আছে — "প্রত্যেক মো'মেনের ঘরে হজরতের রুহু 'হাজের' থাকে"। শামসুর রহমান সাহেবের কথা অনুযায়ী মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া বড় হুজর ও আহমাদুল্লাহ সাহেব সবাই কাফের ও মুশরিক হইয়া গেলেন। ফুরফুরা পন্থীরা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, দেওবন্দীদের সহিত কেমন সু-সম্পর্ক রাখা উচিৎ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৬) — "এরা আরো বলে প্রিয় নবী মানুষ আকারে এসেছিলেন মাত্র। প্রকৃত পক্ষে তিনি মানুষ ছিলেন না"।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সম্পর্কে আমাদের ধারণা ইহাই যে, তিনি অবশ্যই মানুষ ছিলেন। তাই বলিয়া তিনি আমাদের মতই মানুষ ছিলেন না। কাফেররা নবীগনকে বলিত "তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ"। (সুরা ইয়াসীন) বর্তমানে দেওবন্দীরা কাফেরদের স্বভাব অবলম্বন করিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে নিজেদের মত মানুষ ধারণা করিয়া থাকে। কেবল তাই নয়, ইহারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে কখন ভাই আবার কখন বড় ভাই বলিয়া থাকে। যথা— খলীল আহমাদ আম্বেহঠী সাহেব লিখিয়াছেন যে, নিশ্চয় মানুষ হইবার দিক দিয়া সমস্ত আদম সন্তান হুজুরের সমতুল্য। আদম সন্তান হইবার দিক দিয়া যদি কেহ হুজুরকে ভাই বলিয়া থাকে তাহা হইলে সে কি দলীলের বিপরীত বলিয়াছে? (বারাহীনে কাতিয়া ৭ পৃষ্ঠা)

অনুরূপ দেওবন্দীদের পরম পুজনীয় পাঞ্জাবের পাঠান কর্ত্তৃক নিহত, বালাকোটে যাহার কাল্পনিক কবর রহিয়াছে। সেই ইসমাইল দেহলবী সাহেব লিখিয়াছেন — "আউলিয়া, আম্বিয়াগন যত আল্লাহর নিকটস্থ বান্দা রহিয়াছে। সবাই মানুষ ও অক্ষম বান্দা এবং আমাদের ভাই। কিন্তু আল্লাহ তাহাদের বুজুর্গী দান করিয়াছেন তাই তাহারা বড় ভাই"। (তাকবীয়াতুল ঈমান ৪৮ পৃষ্ঠা) শত শত বার নাউজু বিল্লাহ।

(৭) — "বেরেলীর বেদাতীরা বলছে — সিজদা দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ সিজদা আল্লাহর জন্যে আর এক ভাগ সিজদা অলী, আউলিয়া, পীর, কবর এদের জন্যে। এবং সিজদা করারও নির্দেশ দেয়"।

শামসুর রহমান সাহেবকে শয়তান শত সাবাস দিয়াও খ্যান্ত হইবেনা। বরং কোলে বসাইয়া দুই গালে অগনিত চুম্বন দান করিবে। কারণ, তিনি শয়তানের পূর্ণ পদাংক অনুসরণ করিয়া মিথ্যা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শয়তানের সাবাস প্রাপ্ত শামসুর রহমান সাহেবকে দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, আপনি যেগুলি লিখিয়াছেন - সেগুলি ইমাম আহমাদ রেজা অথবা কোন নির্ভর যোগ্য বেরেলবী আলেমের কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়া অবিলম্বে বিজ্ঞাপন করিয়া দিন। ছাপাইবার খরচা আমি বহন করিব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৮) — "বেদাতীরা শুধু কবর পাকা করাই জায়েজ বলে"।

শামসুর রহমান সাহেব আপনাদেরই দেওবন্দী শাখা ফুরফুরার বেদাতীরাও কবর পাকা করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। প্রথমে ঘরের গুলি ভাঙ্গিবার চেষ্টা করুন। এ বিষয়ে আপনাদের ঘরের পত্রিকা হইতে একটি সংবাদ পরিবেশন করিয়া ইতি করিতেছি "হাফেজ মাকবুল আহমাদ দেওবন্দী লিখিয়াছেন — আমরা উলামায়ে দেওবন্দের কবর জিয়ারত করিবার জন্য দেওবন্দে গিয়াছিলাম। জিয়ারতের পর ফিরিবার সময় যখন পূণরায় তাকাইয়া ছিলাম। তখন আমরা দেখিয়া ছিলাম, চার-পাঁচটি কুকুর ঐ কবরের উপর দাঁড়াইয়া খেলা করিতেছে। ইহাতে কেবল কবর গুলির বেইজ্জত হয় নাই, বরং ইহা আমাদের জন্য লজ্জার বিষয়"। (নঈ দুনিয়া, সাপ্তাহিক পত্রিকা, সংখ্যা ৫, খন্ড ১৯, পৃষ্ঠা ১২) দেওবন্দীদের কবরগুলি ভাল করিয়া কুকুরের আড্ডা খানা হউক।

(৯) "বেদাতীদের ফতওয়া হল — মসজিদের বাহিরে আজান দিতে হবে"।

আমি 'ইমাম আহমাদ রেজা' প্রথম সংখ্যায় হাদীস এবং বহু প্রমান্য কিতাব দিয়া প্রমান করিয়াছি যে, সমস্ত আজান মসজিদের বাহিরে দেওয়া সুন্নাত। শয়তানের গোলাম সে গুলির উত্তর সংগ্রহ করিতে না পারিয়া 'উহা বেদাতীদের ফতওয়া' বলিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছেন। শামসুর রহমান সাহেব! আপনার চক্ষু হইতে শয়তানী আবরণটি সরাইয়া দেখুন। আপনাদের বুজুর্গ আব্দুল হাই লাখনুবী সাহেব জুমার দ্বিতীয় আজান মাসজিদের বাহিরে দেওয়া সুন্নাত বলিয়াছেন। (শরহে বিকায়া ১ খন্ড ২০২ পৃষ্ঠা ১নং টিকা)

(১০) — শামসুর রহমান সাহেব দ্বিতীয় পুস্তিকায় লিখিয়াছেন — "বেশির ভাগ মুসলমানের ধারণা এই বেদাতীরা হানাফী"। আবার প্রথম পুস্তিকায় লিখিয়াছেন -"উলামায়ে দেওবন্দ খাঁটি সুন্নী হানাফী"।

আলহামদুলিল্লাহ! বেশির ভাগ মুসলমান সঠিক ধারণা করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে বেরেলবীগনই হানিফী। বেরেলবীগন হানাফী মাজহাবের বিপরীত আমল করিয়া থাকেন, ইহার ১টি নমুনা লেখক পেশ করিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতেও পারিবেন না। পক্ষান্তরে উলামায়ে দেওবন্দ ওহাবী ও হানাফী মাজহাবের ঘোর শত্রু। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত 'ইমাম আহমাদ রেজা' ২য় ও ৩য় সংখ্যায় পেশ করিয়াছি। বর্তমানে দেওবন্দী আলেম ও ছাত্রদের দিকে লক্ষ্য করিলে অবশই দেখিতে পাইবেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

যে, তাহারা নামাজে কান পর্যন্ত হাত উঠাইতেছেনা, অনেকেই রাফে ইয়াদাইন করিতেছে ও নাভির উপরে হাত বাঁধিতেছে। ইহা সমস্ত হানাফী মাজহাবের বিপরীত আমল।

(১১) — "সম্প্রতি এরা একটি বিজ্ঞাপন ছুঁড়িয়াছে যাতে বলেছে — ভুঁড়ি খাওয়া হারাম"।

ভূঁড়ি খাওয়া নাজায়েজ। (আনওয়ারুল হাদীস ৩৫৮ পৃষ্ঠা) উলামায়ে আহলে সুন্নাত সর্বসম্মতিক্রমে ভূঁড়ি খাওয়া নাজায়েজ বলিয়াছেন। এবিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে 'উঝড়ি কা মসলা' নামক কিতাব খানা পাঠ করুন। দেওবন্দীদের বুজর্গ আব্দুল হাই লাখনুবী সাহেব ভূঁড়ি খাওয়া মাকরুহ বলিয়াছেন। (মাজমুয়ায় ফাতাওয়া ৪০২ পৃষ্ঠা) পেশাব ও পায়খানার দ্বার খাওয়া যদি নাজায়েজ হইয়া থাকে, তাহা হইলে পেশাব ও পায়খানার থলি খাওয়া জায়েজ হইবে কোন যুক্তিতে? শামসুর রহমান ইচ্ছা করিলে মুত্র থলি, লিঙ্গ, গোদুদ ও অন্ডকোষও খাইতে পারেন। ইহাতে আমাদের বলিবার কিছুই নাই।

(১২) — "১৯৪৪ সালের ১৩ই জুলাই বৃহস্পতিবার হজরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) এর ইন্তেকাল হয়। যিনি বর্তমান শতকের প্রথম ভাগে দ্বীনের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ দাওয়াত ও তাবলীগের নামে শুরু করিতেছিলেন"।

যখন উলামায়ে দেওবন্দ যথা — রশিদ আহমাদ গাংগুহী, আশরাফ আলী থানুবী নিজ নিজ কিতাবে ইসলাম বিরুদ্ধ কুফরী আক্বীদাহ পোষণ করিয়া ছিলেন। তখন ইমাম আহমাদ রেজা ইসলামের খাতিরে উহাদিগকে কাফের বলিয়া ফতওয়া দিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। উক্ত ফতওয়াটি ১৯০৩ সালে "আল মো'তামাদুল মোস্তানাদ" নামে পাটনা হইতে ছাপা হইয়াছিল। ১৯০৬ সালে মক্কা ও মদীনা শরীফের উলামায়ে কিরামগন গভীর চিন্তা করিবার পর উক্ত ফতওয়াটির সমর্থনে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। যাহা "হোসামুল হারামাইন" নামে মুদ্রিত হইয়াছে। অনুরূপ অখন্ড ভারতের ২৬৮ জন বিজ্ঞ আলেম বিবেচনা করিয়া উক্ত ফতওয়ার সমর্থনে স্বাক্ষর করিয়া ছিলেন। ১৯২৭ সালে "আস্‌সাওয়া রেমুল হিন্দিয়া" নামে মুদ্রিত হইয়াছে। দেওবন্দী আলেমগন এই মহান ফতওয়ার বিপক্ষে ১৯৪৬ সালে ১২ই জুন ফয়জাবাদ কোর্টে মকদ্দমা আরম্ভ করিয়াছিল। ১৯৪৮ সালে ২৫শে সেপ্টেম্বর কোর্ট তাহাদের বিপক্ষে রায় ঘোষণা করিলে তাহারা পূণর্বিবেচনার জন্য আপিল করিয়াছিল। কিন্তু কোর্ট ১৯৪৯ সালে ২৮শে এপ্রিল পূর্বের ন্যায় তাহাদের বিপক্ষে

pdf By Syed Mostafa Sakib

রায় দিয়াছিল। দেওবন্দীগন ইসলামী আদালত ও কোর্ট কাছারীতেও নিজেদের মুসলমান প্রমান করিতে পারে নাই। উহাদের এই কলঙ্ক মুছিবার জন্য মাওলানা ইলিয়াস সাহেব দ্বীনের নামে তাবলীগের কাজ চালু করিয়াছিলেন। যেমন তিনি নিজেই বলিয়াছেন-

"মাওলানা থানুবী খুব বড় কাজ করিয়াছে। আমার আন্তরিক ইচ্ছা ইহাই যে, শিক্ষা হইবে তাহার এবং মাধ্যম হইবে আমার তাবলীগ। এই প্রকারে তাহার শিক্ষা ব্যাপক হইয়া যাইবে"। (মালফুজাতে ইলিয়াস ৫৬/৫৭ পৃষ্ঠা)

ইলিয়াস সাহেবের উক্তিতে পরিস্কার হইয়া গেল যে, ইসলামী শিক্ষা প্রচার করিবার উদ্দেশ্য ছিলনা। থানুবী সাহেবের শিক্ষা প্রচার করাই ছিল তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে তাহা থানুবী সাহেবের নামে নয় বরং তাবলীগের আড়ালে। কারণ, থানুবী সাহেব মুসলীম সমাজে কলঙ্ক হইয়া গিয়াছে। ইলিয়াস সাহেব আরো বলিয়াছেন —

"আমার উদ্দেশ্য কেহ জানেনা। মানুষ ধারণা করিয়া থাকে যে, তাবলীগ জামায়াত নামাজের আলোড়ন। আমি কসম করিয়া বলিতেছি যে, ইহা নামাজের আলোড়ন নয়। নতুন দল সৃষ্টি করা"। (দ্বীনি দাওয়াত) এই মুহূর্তে কিতাবটি কাছে না থাকিবার কারণে পৃষ্ঠা উল্লেখ করা সম্ভব হইল না।

এইবার পাঠক বৃন্দ চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে, ইলিয়াস সাহেবের উদ্দেশ্য কি ছিল! "কোর্ট কাছারী হইতে দেওবন্দীরা যখন কাফের প্রমানিত হইল। তখন মাওলানা ইলিয়াস সাহেব নিজেদের কুফরীকে ঢাঁকিবার উদ্দেশ্যে তাবলীগ জামায়াত আরম্ভ করিয়া ছিলেন" বলিয়া আমার পত্রিকা ও বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিয়াছি। তাহা আমার অসাবধানতা বশতঃ ভূল হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্য আন্তরিক দুঃখিত।

শামসুর রহমান সাহেব জানিয়া রাখিবেন! 'ইমাম আহমাদ রেজা ২য় ও ৩য় সংখ্যা' পাঠ করিবার পর কাহারো হাতে আপনার পুস্তিকা পড়িলে তাহা নর্দমাতে ফেলিয়া দিবে। কারণ, আপনি নির্লজ্জ ভাবে বাক্ থাপ্পড় খাইবার জন্য এমন অনেক বিষয় উৎথাপণ করিয়াছেন যে বিষয়গুলি সম্পর্কে ঐ পত্রিকা গুলিতে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। যথা — ইমাম আহমাদ রেজার নামের পর 'রাদী আল্লাহু আনহু' লেখা হইয়াছে। ইহাকে আপনি সাহাবাদিগের শামিল করিবার চেষ্টা বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। ওহে লজ্জাহীন নাদান জানিয়া রাখিবেন! 'রাদী আল্লাহু আনহু' সাহাবাদিগের জন্য নির্দিষ্ট নয়। আমি যে কিতাবগুলির উদ্ধৃতি দিয়াছি যদি সেগুলি

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেখিবার সৌভাগ্য না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ছয়ঘরী আলীয়া মাদ্রাসাতে আসিয়া দেখিয়া যান। আর যদি আসিতে লজ্জাবোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোন তালিবুল ইল্মের নিকটে মিশকাতের প্রথম পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখিয়া নিন। সেখানে 'মাসাবীহ্' এর লেখকের নামের পর 'রাদী আল্লাহু আনহু' লেখা হইয়াছে। অনুরূপ আপনি কবরে ফুল ইত্যাদি দেওয়াকে ব্যাঙ্গ করিয়াছেন। কারণ, ফাতাওয়ায় আলমগিরী, শামী ইত্যাদি কিতাব দেখিবার সৌভাগ্য আপনার হয় নাই। কম পক্ষে আব্দুল হাই লাখনুবী সাহেবের 'মাজমুয়ায় ফাতাওয়া' কিতাব খানা যদি দেখিবার সৌভাগ্য হইত, তাহা হইলে ব্যাঙ্গ করিতেন না। চোখের চশমা খুলিয়া উক্ত কিতাবের ২৩০ পৃষ্ঠায় দেখুন, কবরে ফুল দেওয়া মুস্তাহাব বলিয়াছেন। আরো বলিতেছি, যে আশরাফ আলী থানুবী সাহেবের জন্য আপনারা মাতম করিতেছেন। তিনিও 'ইসলাহুর রুশুম' এর মধ্যে ফুল দেওয়ার কথা বলিয়াছেন। আল্লাহর রহমতে সল্প সময়ের মধ্যে যত টুকু লেখা হইল তাহা যথেষ্ট মনে করিয়া সমাপ্ত করিবার পূর্বে শেষ কথা সরূপ বলিতেছি যে, ''ফেরেশ্তাগন আল্লাহর আদেশে হজরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) কে সরন্দীপে, বিবি হাওয়া (আলাইহাস্ সালাম) কে খোরাসানে, শয়তানকে দেওবন্দে, ময়ূরকে শিসতানে ও সাপকে ইস্পাহানে নিক্ষেপ করিলেন''। (দোজখের আযাব বেহেশ্তের শান্তি ৯৫ পৃষ্ঠা)

যেহেতু শয়তান সর্ব প্রথম দেওবন্দে অবতীর্ণ হইয়াছিল। সেহেতু দেওবন্দ একটি ঐতিহাসিক স্থান বটে। বর্তমানে সেখানে দাজ্জালের বৃহত্তম ক্যাম্প হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে দেওবন্দ মাদ্রাসা। শামসুর রহমান সাহেব ঐ ক্যাম্পের ট্রেনিং প্রাপ্ত ছাত্র। আপনি শয়তানকে সন্তুষ্ট করিবার মত যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন। কিন্তু প্রকাশ্য সমাজে আসিবার মত সৎ সাহসিকতা আপনার মধ্যে নাই। যদি আপনি প্রকৃত সত্যবাদী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী অবিলম্বে ইসলাম পুরে আসুন। যদি আপনার একার পক্ষে আসা সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আইনুদ্দীন গোবিন্দ পুরী সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে আসুন। কারণ, তিনিও আপনার মত ভূয়া চ্যালেঞ্জ দিয়া হাঁপাইতেছেন। যদি আপনারা অবিলম্বে ইসলামপুরে আসিয়া নিজেদের সত্যতা প্রমান করিতে না পারেন, তাহা হইলে মুখে পর্দা লাগাইয়া ইসলাম পুরে আসিবেন। অন্যথায় আপনাদের মত নির্লজ্জদের দেখিয়া লজ্জাহীনা নর্তকী পর্যন্ত লজ্জায় নতশীর হইয়া যাইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি ছিলেন একজন বড় মাপের মানুষ। আরব ও অনারবের উলামায় ইসলাম তাঁহাকে যূগের মুজাদ্দিদ ও জবরদস্ত আলেমে দ্বীন বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জামানার জগত বিখ্যাত উলামায় কিরাম দিগের মধ্যে যাহারা তাঁহার লেখনীর ময়দান দেখিয়াছেন তাহারা তাঁহাকে যূগের অদ্বিতীয় মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও ফকীহ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি কেবল শরীয়তের সুবিখ্যাত আলেম ছিলেন এমন কথা নয়, বরং তিনি ছিলেন গওসে আ'জম শায়েখ হজরত আব্দুল ক্বাদের জিলানী রহমা তুল্লাহি আলাইহির সাচ্চা নায়েব, জামানার কুতব, তরীকাত ও তাসাউফের শায়খুল মাশায়েখ। এই কামেল ও মুকাম্মাল মুর্শিদের মুরীদ আরব ও অনারবে হাজার হাজার ছিলেন। সেই সঙ্গে যূগের বড় বড় মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও ফকীহগন ছিলেন তাঁহার খিলাফত, ও ইজাযাত প্রাপ্ত। এই মহান মানুষটিকে যাহারা কলংক করিতে চায়, তাহারা নিশ্চয় ইহুদী অথবা ওহাবী।

শয়তানের শিষ্য শামসুর রহমান সাহেব ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহা তাহাদের নিজের জন্য বেইমানী, মুসলিম জাহানের জন্য বিভ্রান্তি ও সুন্নীদের জন্য দুঃখের কারণ। তিনি তাহার বিজ্ঞাপনে বহু কিছু লিখিয়াছেন। এখন বিস্তারিত আলোচনা করিবার পূর্বে তাহার লেখনীর কয়েকটি নমুনা প্রদান করিতেছি। যথা — (১) মানবতা ও মনুষ্যত্বের শত্রু রেজবীদের আলা হজরত (২) ইমাম আহমাদ রেজার অসভ্যতা ও বর্বরতা (৩) ইসলাম বিরোধী ষড় যন্ত্রের নায়ক এই আহমাদ রেজা (৪) ইনি ছিলেন শীয়া মাজহাবের লোক (৫) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল ইত্যাদি। বিজ্ঞাপনটির নাম ঃ — আপনি জানেন কী? ইমাম আহমাদ রেজা ও রেজবী মাজহাব (কি ও কেন)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষায় কম বেশি একশত খানা ছোট বড় বই পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে। তন্মধ্যে বাংলা ভাষায় আমার লেখা দুই খানা পুস্তক রহিয়াছে। প্রথমটি হইল — 'ইমাম আহমাদ রেজা' দ্বিতীয়টি হইল — 'এশিয়া মহাদেশের ইমাম'। এই দুই খানা বই পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

(১)

শামসুর রহমান সাহেব লিখিয়াছেন — [মানবতা ও মনুষ্যত্বের শত্রু রেজবীদের আলা হজরতের একটি ফতোয়া ঃ— একজনের কাছে যদি একজন পিপাসার্তের পানি থাকে এবং জঙ্গলে একটি কুকুর ও একটি কাফের প্রচন্ড তৃষ্ণার্ত হওয়ায় প্রাণ বেরোবার উপক্রম হয় তাহলে পানি কুকুরকে পান করাবে এবং কাফেরকে দিবেনা। কাফেরের সামান্য একটু সাহায্য সহযোগিতা, এমনকি সে যদি রাস্তা জিজ্ঞাসা করে এবং কোন মুসলমান বলে দেয় এর ফলেই আল্লাহর সঙ্গে তার মাকবুলিয়াতের সম্পর্ক কেটে যায়। (আলমালফুজ ১ম খন্ড ১২৫ পৃষ্ঠা)]

শয়তানের শাবাশ প্রাপ্ত শামসুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করিতেছি — হজরত নূহ আলাইহিস্ সালামের নৌকায় শুকর কুকুর জন্তু জানোয়ারেরা স্থান পাইয়াছিল কিন্তু তাহার পুত্রের স্থান হইয়াছিলনা কেন? একজন পয়গম্বর প্রিয় পুত্রকে পানিতে ডুবাইয়া দিলেন। আবার আদর করিয়া জন্তু জানোয়ারগুলিকে সঙ্গে নিলেন। ইহাতে কি তিনি মানবতা ও মনুষ্যত্বের শত্রু হইলেন? শামসুর রহমান সাহেবকে শয়তান এমনই ঝাড় ফুঁক করিয়া দিয়াছে যে, তিনি শরীয়ত বুঝিবার বোধ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। পাক কুরয়ান কাফেরদের প্রতি কত কঠোর তাহা সম্ভবত শামসুর রহমানের জানা নাই। প্রকাশ থাকে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে কাফের তিন প্রকার — হারবী, জিম্মী ও মুস্তামিন। হারবী সেই স্বাধীন কাফের, যে কোন সময়ে ইসলামের পরওয়া করিয়া চলিয়া থাকেনা। জিম্মী সেই কাফের, যে জিযিয়া প্রদান করতঃ ইসলামের কাছে নত হইয়া মুসলিম দেশে বসবাস করিয়া থাকে। মুস্তামিন সেই কাফের, যে ইসলামিক বাদশার কাছে সাময়িক আশ্রয় নিয়া থাকে। ইসলাম জিযিয়ার

pdf By Syed Mostafa Sakib

বদলে জিম্মী কাফেরের জান ও মালের সমস্ত প্রকার দায়িত্ব গ্রহন করিয়া থাকে। এতদ সত্ত্বেও জিম্মী কাফেরের সহিত ইসলাম মুসলমানদের কিরূপ ব্যবহার করিতে বলিয়াছে তাহা শামসুর রহমানের যদি জানিবার ইচ্ছা কোন সময় জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে 'তাফসীরাতে আহমাদীয়া' ও 'তাফসীরে রুহুল বা- ইয়ান' ইত্যাদি কিতাবে জিযিয়ার আয়াতের তাফসীর দেখিয়া নিবেন। মুস্তামিন ও জিম্মী কাফেরের সহিত ইসলাম অনেক প্রকার সমঝোতায় রাজি কিন্তু হারবী কাফেরের সহিত কোন সমঝোতায় রাজি নয়।

প্রতিটি বাড়ির কিছু ঘরোয়া কথা থাকে। যাহা গ্রামবাসী তো দুরের কথা প্রতিবেশি পাশের বাড়ির মানুষকে পর্যন্ত জানিতে দেওয়া হয়না। অনুরূপ প্রতিটি দেশের কিছু আভ্যন্তরিন কথা থাকে। যাহা অন্য দেশের মানুষকে জানিতে দেওয়া হয়না। এই আভ্যন্তরিন কথা যে ব্যক্তি অন্য দেশের কানে পৌঁছাইয়া থাকে তাহাকে বলা হইয়া থাকে দেশদ্রোহী। অনুরূপ প্রতিটি ধর্মের কিছু বিশেষ বিধান থাকে এবং থাকা স্বাভাবিক। ঠিক এই প্রকারে শরীয়তের কিছু স্বতন্ত্র সংবিধান রহিয়াছে। যাহারা শরীয়তের বিশেষজ্ঞ— ইমাম ও মুজতাহিদগন তাহারা শরীয়তের সমস্ত সংবিধানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়া থাকেন। সাধারন মানুষ শরীয়তের কোন সূক্ষ্ম বিষয়কে বুঝিতে না পারিলেও মানিয়া নিতে বাধ্য। যাহারা না মানিয়া নিবে অথবা সমালোচনা করিবে অথবা অন্য ভাবে অন্য জাতের কানে পৌঁছাইয়া ইসলামকে অথবা ইসলামের কোন মহামনিষীকে কলংক করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে তাহারা দ্বীনের দুশমন — কাফের - মুর্তাদ।

প্রিয় সুন্নী পাঠক! এইবার আসল কথায় চলিয়া আসুন। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীকে কলংক করিবার জন্য শামসুর রহমান সাহেব তাহার বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিয়াছেন তাহা আরো একবার পাঠ করিয়া নিন। অতঃপর ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী আসলে কি লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি পাঠ করিয়া দেখুন!

এক আবেদনের জবাবে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী বলিয়াছেন ।

আবেদন — হুজুর! প্রত্যেক সায়েল 'ভিখারী' এর প্রতি দয়া করা উচিত। চাই সে কাফের হউক না কেন! কারণ, কুরয়ান পাকে বলা হইয়াছে ভিখারীকে ঝিড়কি দিবেনা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জবাব — ফের ভিখারীও তো! বাহরুর রায়েক ইত্যাদি কিতাবে পরিস্কার বলা হইয়াছে যে, হারবী কাফেরকে কিছু সাদকা করা আসলেই জায়েজ নয়। আবার ইহাও বলা হইয়াছে — 'নামাজ পড়ো'। তবে ইহার অর্থ কি ইহাই হইবে যে, অজু থাক অথবা নাই থাক। শর্ত পাওয়া যাইলে তবেই নামাজ পড়িবে। অন্যথায় নয়। ফকীহগন বলিয়া থাকেন — যদি মানুষের কাছে একজন পিপাষুর পানি থাকে এবং জংগলে একটি কুকুর ও একজন কাফের প্রচন্ড পিপাষায় প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছে, এই অবস্থায় কুকুরকে পান করাইবে এবং কাফেরকে দিবে না। হাদীস শরীফে রহিয়াছে — কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে বিচারের জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে আনা হইবে। তাহাকে প্রশ্ন করা হইবে — কি আনিয়াছো ? সে বলিবে — আমি ফরজ ছাড়া এতো নামাজ পড়িয়াছি, রমযান মাস ছাড়া এতো রোজা রাখিয়াছি, যাকাত ছাড়া এতো খয়রাত করিয়াছি, ফরজ হজ ছাড়া এতো হজ করিয়াছি ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন — তুমি কি কখনো আমার দোস্তকে মুহাব্বাত এবং দুশমনের প্রতি শত্রুতা রাখিয়াছিলে ? সারা জীবনের ইবাদত এক দিকে এবং আল্লাহ ও রসুলের মুহাব্বাত একদিকে। যদি মুহাব্বাত না থাকে, তাহাহইলে সমস্ত ইবাদত উপাসনা বেকার। অতি সূক্ষ্ম পোকার কামড়ে আপনার যৎ সামান্য কষ্ট হইয়া থাকে। যদি কোন জায়গায় তাহাকে জমীনে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় যে, তাহার এক পা অথবা পর অকেজো হইয়া গিয়াছে এবং তাহার মধ্যে উড়িবার শক্তি নাই। তখন ইহার প্রতি দয়া করা হইয়া থাকে যে, হয়তো কেহ পা দিয়া মাড়াইয়া দিবে। তবে যদি সে আল্লাহ ও রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সম্পর্কে বেয়াদবী করিয়া থাকে এবং তাহাদের প্রতি শত্রুতা ও হিংসা রাখিয়া থাকে, তাহাহইলে সে কখনই অনুগ্রহ পাইবার উপযূক্ত নয়। সাধারন মানুষের অবস্থা এইরূপ যে, কাহার সামান্য উলোঙ্গ, অভাবী দেখিলে ধারনা করিয়া থাকে যে, দয়া পাইবার উপযূক্ত। চাই আল্লাহ ও রসুলের দুশমন হউক না কেন! হজরত আব্দুল আজীজ দাব্বাগ রহমা তুল্লাহি আলাই বলিয়াছেন — কাফেরের সামান্য সাহায্য করা, এমন কি সে যদি রাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে এবং কোন মুসলমান বলিয়া দিয়া থাকে। এতটুকু জিনিষ আল্লাহ তায়ালা র সহিততাহার কবুলীয়াতের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিয়া থাকে। অবশ্য জিম্মী ও মুস্তামিন কাফেরদের জন্য শরীয়তে খাস করিয়া কিছু সহজ হুকুম রহিয়াছে। ইহা এই জন্য যে, ইসলাম পূর্ন দায়িত্বশীল এবং নিজের প্রতিশ্রুতিতে সত্যবাদী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রিয় সুন্নী পাঠক! আপনি কি বুঝিতে পারিয়াছেন শামসুর রহমানের শয়তানী? তিনি যে দুইটি অভিযোগ উৎথাপন করিয়া ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীকে মানবতা ও মনুষ্যত্বের শত্রু বলিয়াছেন সেই দুইটির কোনটি ইমাম আহমাদ রেজার নয়। শামসুর রহমানের অভিযোগ দুইটি আরো একবার লক্ষ্য করুন!

(ক) ইমাম আহমাদ রেজা বলিয়াছেন — কুকুর ও কাফের পানির পিপাষায় মরিয়া যাইবার উপক্রম হইলে পানি কুকুরকে দিতে হইবে। কাফেরকে দিতে হইবেনা।

(খ) কাফেরের কোন সাহায্য করা চলিবেনা, এমনকি রাস্তা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা বলিয়া দিলে আল্লাহর সহিত মাকবুলিয়াতের সম্পর্ক কাটিয়া যাইবে।

এইবার আপনি বলুন, ইমাম আহমাদ রেজাকে দুই অভিযোগের মধ্যে কোন্ অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাইতে পারে? তিনি তো দুইটির মধে কোনটি বলেন নাই। বরং প্রথমটির সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন — ফকীহগন বলিয়াছেন, কুকুরকে পানি দিতে হইবে। কাফেরকে পানি দিতে হইবেনা। আর দ্বিতীয়টির সম্পর্কে বলিয়াছেন — হজরত আব্দুল আজীজ দাব্বাগ রহমা তুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছেন, কাফেরের রাস্তা বলিয়া দেওয়াও আল্লাহর সহিত মাকবুলিয়াত কাটিয়া যাইবার কারণ।

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী যাহা লিখিয়াছেন তাহা ইসলাম ও উলামায় ইসলামের কথা।

এখন শামসুর রহমানের লেখা থেকে প্রমান হইতেছে যে, (ক) তিনি একজন জালিয়াত। কারণ, তাহার বিজ্ঞাপনে চরম জালিয়াতি করিয়াছেন যে, ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর নকল করা উক্তিকে সরাসরি তাঁহার দিকে সম্বোধন করিয়া দিয়াছেন।

(খ) শামসুর রহমান ইমাম আহমাদ রেজাকে আসলে অভিযুক্ত করিতে পারেন নাই, বরং তিনি শয়তানের প্ররোচনায় তাঁহার প্রতি অপবাদ দিয়াছেন মাত্র।

(গ) শামসুর রহমান ইহুদী ও ঈসায়ীদের মত জঘন্য নোংরামী কাজ করিয়াছেন। কারণ, তিনি ইমাম আহমাদ রেজার উক্তিকে অগ্র পশ্চাৎ কাট ছাঁট করিয়া মানুষকে দেখাইয়াছেন।

(ঘ) শামসুর রহমানের কথায় উলামায় ইসলাম, বিশেষ করিয়া শায়েখ আব্দুল আজীজ দাব্বাগ রহমা তুল্লাহি আলাইহিকে মানবতা ও মনুষ্যত্বের শত্রু বলা হইয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(ঙ) শামসুর রহমান হইতেছেন হিন্দু হিতৈষী, ইহুদী ও ঈসায়ীদের ভাই এবং বৌদ্ধদের বন্ধু। কারণ, এই সমস্ত কাফের মুশরেকদের জন্য তাহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তবেই তো তিনি ইসলামের একটি স্বতন্ত্র সংবিধানকে মানবতার শত্রুতা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

শামসুর রহমান! আপনি যে কাজ করিয়াছেন তাহাতে আপনার উপরে তওবা করা জরুরী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু শয়তান সব সময়ে আপনার উপর ভর করিয়া থাকিবার কারণে কোন সময় তওবা করিবার তৌফিক পাইবেন না।

(২)

শামসুর রহমান সাহেব লিখিয়াছেন — [ইমাম আহমাদ রেজার অসভ্যতা ও বর্বরতার একটি নমুনা ঃ — অহাবী দেওবন্দীর বিয়ে কোন মুসলমান, কাফির, মুর্তাদ, মোটকথা মানুষ জন্তু জানোয়ার কারো সঙ্গে হতে পারেনা। যার সঙ্গেই হবে, জেনা হবে। (আহকামে শরীয়ত ১ম খন্ড ১০৯ পৃষ্ঠা) বোঝা গেল, রেজবীদের বিয়ে জন্তু জনোয়ারের সঙ্গেও হতে পারে। আস্তাগ ফিরুল্লাহ]

আ'লাহজরত আজীমুল বর্কাত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন সুন্নীয়াতের প্রতীক এবং যুগের রাজী ও গেজালী। যাহার ইল্মী পান্ডিত্ব ও প্রতিভায় প্রভাবিত হইয়া উলামায় আরব তাঁহাকে উপাধি দিয়াছিলেন — 'ইমামুল আইম্মাহ' (ইমামদিগের ইমাম) ও 'মু'জিযাতুম্ মিন মু'জিযাতির রসুল' (রসুল পাকের মু'জিযাগুলির মধ্যে একটি মু'জিযাহ)। কিন্তু শামসুর রহমানের ভাষায় তিনি হইতেছেন একজন অসভ্য ও বর্বর। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তবে শামসুর রহমান সাহেব নিজের কথার সপক্ষে কারণ হিসাবে বলিয়াছেন যে, তিনি দেওবন্দীদের সহিত মানুষ তো দুরের কথা জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে বিয়ে জায়েজ হইবেনা বলিয়াছেন।

প্রিয় সুন্নী পাঠক! ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর শানে শামসুর রহমান শয়তানী বোল বলিয়া দিয়াছেন। ইহাতে আমাদের অন্তরে আঘাত লাগিলেও করিবার কিছু নাই। তবে আ'লা হজরত এই কথা কেন বলিয়াছেন তাহা জানিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ, সাধারন মানুষ তো দুরের কথা, সাধারন আলেমগন পর্যন্ত অনেক সময় তাঁহার কথার কুড় খুঁজিয়া পাইয়া থাকেন না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী এমন এক পবিত্র মনের মানুষ ছিলেন যে, তিনি জীবনে কখনো কাহার প্রতি দুনিয়াবী কোন আক্রোশে কথা বলিয়া ছিলেন না। অনুরূপ তাঁহার কলমও সব সময়ে সংযত হইয়া শরীয়তের দৃষ্টি ভঙ্গিতে কথা বলিয়া থাকিত। সূতরাং তিনি যে কথা বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন তাহা যথাস্থানে সত্য ও সঠিক। অবশ্য তাঁহার কথা বুঝিবার মত বোধ থাকিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। শরীয়ত খুব সামান্য জিনিষ নয়। বরং সমূদ্র অপেক্ষা শরীয়তের বিস্তীর্ণতা বহুগুনে বেশি। বলাই বাহুল্য সমূদ্রের মাপ রহিয়াছে কিন্তু শরীয়তের মাপ নাই। সমূদ্রকে পাড়ি দেওয়া সম্ভব কিন্তু শরীয়তকে পাড়ি দেওয়া অসম্ভব। সূতরাং ইমাম আহমাদ রেজা শরীয়ত সমূদ্রের কোন্ জায়গায় ডুব দিয়া মুক্তা তুলিয়াছেন তাহা না জানিয়া হঠাৎ কোন প্রকার বিরূপ মন্তব্য করিতে যাওয়া চরম বোকামী বই কিছুই নয়। শামসুর রহমান কেবল নিজের বোকামির পরিচয় দিয়াছেন এমন কথা নয়, বরং তিনি নিজের বদ্‌মাইশ হইবার পরিচয় দিয়াছেন।

দেখুন! আল্লামা দিমীরী রহমা তুল্লাহি আলাইহির লেখা 'হায়াতুল হায়ওয়ান' হইল একটি জগৎ বিখ্যাত কিতাব। দেওবন্দের বড় বড় আলেমগন এই কিতাবটির পঞ্চমুখে প্রসংশা করিয়াছেন। কিতাবটি বহু পুরাতন কিতাব। ইহার মধ্যে জন্তু জানোয়ারের বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। সূতরাং তিনি 'হায়াতুল হায়ওয়ান' এর প্রথম খন্ডে এক শত তিয়াত্তর ও চুয়াত্তর পৃষ্ঠায় পানির মানুষ সম্পর্কে লিখিয়াছেন— পানির মানুষও উপরের মানুষের ন্যায়। কেবল পার্থক্য ইহাই যে, পানির মানুষের লেজও হইয়া থাকে। বাদশা মুকাদ্দারের যূগে একবার পানির মানুষ বাহিরে আসিয়াছিল, শাম দেশের দরিয়াতে অনেক সময় পানির মানুষ দেখা যায়। তাহার সাদা দাড়িও হইয়া থাকে। লোকে ইহাকে 'শায়খুল বাহার' বা সমূদ্রের বৃদ্ধ বলিয়া থাকে। কোন এক বাদশার দরবারে পানির মানুষকে আনা হইয়াছিল। বাদশা পানির মানুষের কথা বুঝিতে চাহিয়াছিলেন। সূতরাং তিনি এই মানুষটির সহিত একজন মহিলার বিবাহ দিয়া ছিলেন। তাহাদের মিলনে একটি বাচ্চাও পয়দা হইয়াছিল। বাচ্চাটি পিতা মাতা উভয়ের কথা বুঝিতে পারিত। একবার বাদশা বাচ্চাটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন — তোমার আব্বা কি বলিতেছে? বাচ্চাটি বলিল — আব্বা বলিতেছে যে, সমস্ত জানোয়ারের লেজ পিছনের দিকে থাকে কিন্তু আমি এই লোকগুলির দেখিতেছি যে, ইহাদের মুখেতে রহিয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুরূপ উক্ত কিতাবের চারশত চৌদ্দ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে — সামূদ্রিক কন্যা। এই সামূদ্রিক কন্যা হইল রোম সমূদ্রের এক প্রকার মাছ। এই মাছ রমনীদের মত হইয়া থাকে। ইহাদের লম্বা চুল হইয়া থাকে। ইহাদের লজ্জাস্থান ও বড় বড় স্তন্য হইয়া থাকে। ইহারা কথা বলিয়া থাকে। অবশ্য সঠিক ভাবে বোঝা যায়না। ইহারা হাঁসিয়া থাকে এবং খুব স্বশব্দেও হাঁসিয়া থাকে। অনেক সময় জাহাজীরা ইহাদের ধরিয়া সঙ্গম করতঃ সমূদ্রে ছাড়িয়া দিয়া থাকে। রুইয়ানী বলিয়াছেন — যখন তাহার নিকটে কোন শিকারী এই ধরনের রমনী আকৃতির মাছ ধরিয়া আনিত, তখন তিনি শিকারীকে উহার সহিত সঙ্গম না করিবার সপথ নিতেন।

প্রিয় সুন্নী পাঠক! উপরের উদ্ধৃতিগুলি পাঠ করতঃ নিশ্চয় আপনি আশ্চর্য হইয়াছেন এবং সেই সঙ্গে খানিকটা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন যে, ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী কেন বলিয়াছেন যে, হায়ওয়ানের সঙ্গে বিবাহ জায়েজ হইবেনা।

শরীয়তের একটি সংবিধান যাহা সমস্ত ফিকহের কিতাবগুলিতে রহিয়াছে যে, মুর্তাদ বা ইসলাম চ্যুত ব্যক্তির সহিত না কোন মুসলমানের বিবাহ জায়েজ হইবে, না কোন অমুসলিমের সহিত জায়েজ হইবে। এমনকি কোন মুর্তাদ পুরুষের সহিত কোন মুর্তাদা মহিলার বিবাহ জায়েজ হইবেনা। মোটকথা, কাহার সহিত জায়েজ হইবেনা। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী শরীয়তের এই সংবিধানকে বা ফকীহগনের এই উক্তিকে ব্যাখ্যা করতঃ বলিয়াছেন যে, কোন জানোয়ারের সহিতও বিবাহ হইবেনা। মোটকথা, তিনি মুর্তাদের জন্য কোন কোণা বাদ রাখিয়া কথা বলেন নাই। এইবার দেখুন!

(ক) শামসুর রহমান ইচ্ছামত কালী মাখিয়া ইমাম আহমাদ রেজা -আয়নার দিকে তাকাইয়াছেন। এই কারণে তিনি তাহার নিজের নোংরামী, বর্বরতা ও অসভ্যতা নিজেই দেখিয়াছেন কিন্তু বলিয়া দিয়াছেন ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীকে।

(খ) শামসুর রহমান একজন বে-মাপের মৌলবী হইয়া ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীকে মাপিতে চাহিয়াছেন। আরে ইল্মের কাঙ্গাল -শামসুর রহমান! আপনি তো কোন গণনার মধ্যেই নহেন। আপনার সেই সমস্ত বড় বড় বুজর্গ, যাহাদের ইল্মের প্রতি আপনারা গৌরব করিয়া থাকেন, তাহারা পর্যন্ত ইমাম আহাদ রেজার ইল্মী ময়দানের মাপ করিতে পারেন নাই। নিশ্চয় আপনার জানা ছিলনা যে, পানির নারী পুরুষের সহিত বাস্তবে বিবাহ হইয়াছে। তাহাদের সহিত সহবাস হইয়াছে। কেবল তাই নয়, তাহাদের সহিত সঙ্গমের সন্তানও হইয়াছে। আর যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

জোর করিয়া বলিয়া থাকেন যে, জানা ছিল, তাহাহইলে বেরেলবী জামায়াতকে অসভ্য ও বর্বর বলিয়া নিশ্চয় নিজে অসভ্য ও বর্বর বলিয়া প্রমান হইয়া গিয়াছেন।

(গ) যখন মানুষ নিরূপায় হইয়া যায়, তখন সে বিবেক বুদ্ধি হারা হইয়া যায় এবং সে কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে যাইবে তাহা ঠিক করিতে পারেনা। আল্ হামদু লিল্লাহ! বেরেলবী জামায়াত শরীয়তের সভ্য সমাজে বাস করিতেছেন। জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে তাহাদের বিবাহের কোন প্রশ্ন উঠতে পারেনা। কিন্তু শামসুর রহমানের মত মুর্তাদদের উপর শরীয়ত নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া দিয়াছে যে, তাহাদের বিবাহ কোন মানুষের সহিত হইবেনা। এইবার নিরূপায় হইয়া আপনারা পানির দিকে পদার্পণ করিতে পারেন। জন্তু জানোয়ারের সহিত আপনাদের বিবাহ করিবার প্রয়োজন পড়িবে। আপনারা উপরে বিবাহ না পাইয়া পানিতে ঝাঁপ দিতে যাইবেন। কিন্তু ইমাম আহমদ রেজা বেরেলবী আপনাদের জন্য সে রাস্তায়ও কাঁটা বিছাইয়া পথকে অবরোধ করিয়া দিয়াছেন। শরীয়তের উপর ইমাম আহমাদ রেজার দক্ষতা ও দুরদর্শিতা নির্বোধ শামসুর রহমানের বুঝিবার বোধ কোথায়? আরে নাদানের নাদান শয়তানের শিশ্য শামসুর রহমান! ইমাম আহমাদ রেজার ফতওয়ার প্রতি ঘৃনা করতঃ 'আস্তাগ ফিরুল্লাহ' না পড়িয়া যদি পূনরায় ঈমান আনিবার উদ্দেশ্যে তওবা করিবার জন্য 'আস্তাগ ফিরুল্লাহ' পাঠ করিতেন, তাহা হইলে আপনার জীবন স্বার্থক হইয়া যাইত।

(৩)

শামসুর রহমান সাহেব লিখিয়াছেন — [রেজবী মাজহাবের ইমাম, নিরালা মুজাদ্দিদ, ইসলাম বিরোধী ষড় যন্ত্রের নায়ক এই 'আহমাদ রেজা। এর নামানুসারেই আমাদের দেশের মুশরিক বিদয়াতীরা নিজেদের 'রেজবী' বলে পরিচয় দেয়।]

উপরের উদ্ধৃতিতে শামসুর রহমান বলিতে চাহিয়াছেন —

(ক) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী কেবল বেরেলবী জামায়াতের মনগড়া ইমাম।

(খ) তিনি মুজাদ্দিদ ছিলেন না। পক্ষান্তরে তিনি ছিলেন ইসলাম বিরোধী ষড় যন্ত্রের নায়ক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(গ) বেরেলবী জামায়াত মুশরিক ও বিদয়াতী ইত্যাদি।

সূর্যের দিকে ধূলা বালি ছিটাইয়া সূর্যকে ঢাঁকা দেওয়া সম্ভব নয়। যাহারা সূর্যকে ঢাঁকিবার চেষ্টা করিয়া থাকে তাহারা বোকা অথবা বেহায়া। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী ইল্মে ও আমলে ইসলামের আসমানে সূর্যের ন্যায় চমকাইতেছেন। সূর্যের কিরণের ন্যায় সারা বিশ্বে বিরাজ করিতেছে তাঁহার খোদা প্রদত্ব প্রতিভা। এই প্রতিভায় হস্তক্ষেপ করিয়া শামসুর রহমান নিজের বোকামীর ও বে হায়া হইবার পরিচয় দিয়াছেন। আরে বোকা, বে হায়া! ইমাম আহমাদ রেজা কেবল বেরেলবী জামায়াতের ইমাম হইবেন কেন! তিনি সারা দুনিয়ার সুন্নী জগতের ইমাম। আপনাদের মত কিছু বেদ্বীন তাহা সহ্য করিতে না পারিলে কিছু যায় আসেনা। মাক্কী ও মাদানী শায়েখ মাশায়েখগন তাঁহাকে যে ইমাম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহা জানিতে হইলে 'আদ্ দাওলাতুল মাক্কীয়া' নামক কিতাব খানা কোন আলেমের হাতে দিয়া অনুবাদ করতঃ শুনিয়া নিবেন। কিন্তু আশরাফআলী থানুবী সাহেবকে তাহার সমসাময়িক কালের কোন্ মাক্কী ও মাদানী আলেম তাহাকে 'ইমাম' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন? দেও দানবের দল! নির্লজ্জের মত নিজেরা আশ রাফ আলী থানুবীকে 'ইমাম' বলিয়া লিখিয়া থাকেন কেন? ছিঃ

এ পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসে মুজাদ্দিদের তালিকায় যাঁহাদের নাম আসিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহির কারনামা সব চাইতে বড় ও সব চাইতে ঝলমলে। তিনি সব চাইতে বেশি তাজদীদের কাজ করিয়াছেন। কারণ, তাঁহার যূগে ইসলামের উপর যত দিক দিয়া বাতিল ফিরকার আক্রমন হইয়াছে কোন মুজাদ্দিদের কালে এত দিক দিয়া বাতিল ফিরকার আক্রমন হয় নাই। যেমন সূর্য অস্ত যাইবার পরও পশ্চিম আকাশে কিছুক্ষন লালী আভা থাকিয়া যায়, তেমন ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী আজ থেকে ৮৫/৮৬ বৎসর পূর্বে চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁহার তাজদিদী কার্যাবলী ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। আরব ও অনারবের উলামায় ইসলাম যাহাকে মুজাদ্দিদ বলিয়া মজলিস সর গরম করিতেছেন। তাঁহাকে নিরালা মুজাদ্দিদ বলিয়া উপহাস করা নিশ্চয় নির্বোধের পক্ষে সম্ভব। আরে নির্বোধ! নিরালা মুজাদ্দিদ আপনাদের ঘরের কোনায় কতগুলি করিয়া রাখিয়াছেন তাহা ভাল করিয়া একটি তালিকা তৈরী করিয়া তাবীজ করতঃ গলায় ঝুলাইয়া রাখিয়া দিন। নিরালা মুজাদ্দিদ সেই পিন্ডারী দষ্যুদলের সদস্য সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী ও তাহার মুরীদ, কুখ্যাত কিতাব 'তাকবীয়াতুল ঈমান' এর

pdf By Syed Mostafa Sakib

লেখক ইসমাঈল দেহলবী। যাহারা নিজেদের গাদ্দারী ও মুনাফেকীর কারণে সুন্নী পাঠান মুসলমানদের হাতে বালাকোটের ময়দানে টুকরা টুকরা হইয়া ছিটাইয়া গিয়াছেন। আর নিরালা মুজাদ্দিদ সেই ইলিয়াস সাহেব যিনি আশরা ফ আলী থানুবী সাহেবের ওহাবী মতবাদকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য তাবলীগ জামায়াত নামে গোমরাহী জাল মুসলিম সমাজে বিস্তার করতঃ চলিয়া গিয়াছেন।

আরে কপট কালপিট! আপনাদের সেই সমস্ত কাল্পনিক বুজর্গ — থানুবী ও গাংগুহী প্রমুখ, যাহারা বৃটিশ সরকারের পয়সায় পুষ্ট হইয়া সব সময়ে সরকারের পাশে পাশে ছায়ার ন্যায় থাকিয়া সরকারকে শতমুখে প্রসংশা করিয়াছেন তাহারা ইসলাম বিরোধী ষড় যন্ত্রের নায়ক না হইয়া যিনি সরকারের পয়সায় পা দিয়া চলেন নাই তিনি ইসলাম বিরোধী ষড় যন্ত্রের নায়ক হইয়া গেলেন?

প্রবাদ বাক্যে বলা হইয়া থাকে — এক কান কাটা ব্যক্তি শহরের বাহির বাহির চলিয়া থাকে আর দুই কান কাটা ব্যক্তি শহরের ভিতর দিয়া চলিয়া থাকে। কারণ, দুই কান কাটার কাছে লজ্জা শরম বলিয়া কিছুই থাকেনা। অনুরূপ অবস্থা শামসুর রহমান সাহেবের। কারণ, তিনি যে বেরেলবী জামায়াতকে মুশরিক ও বিদ্য়াতী বলিয়া প্রচার করিয়া চলিয়াছেন সেই বেরেলবী জামায়াতের পিছনে তিনি ও তাহার বুজর্গগন নামাজ পড়া জায়েজ বলিয়া থাকেন। যেমন — আশরাফ আলী থানুবী সাহেব বলিয়াছেন—

[জনৈক ব্যক্তি থানুবী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন — আমরা বেরেলবীদের পিছনে নামাজ পড়িলে নামাজ হইয়া যাইবে কিনা? তিনি বলিয়াছেন — হ্যাঁ। আমরা তাহাদের কাফের বলিয়া থাকিনা যদিও তাহারা আমাদিগকে বলিয়া থাকে। (মাজালিসুল হিকমত ২১৫ পৃষ্ঠা)]

শামসুর রহমান সাহেব! নিশ্চয় আপনার স্মরণে রহিয়াছে সেই ১১-৫-১৯৯২ সালের কথা। কারণ, এই দিনটি যেমন আমার কাছে ঐতিহাসিক, তেমন আপনার কাছেও ঐতিহাসিক। আপনি আপনার দলবল সহ আমার পিছনে মাগরিব ও ঈশার নামাজ আদায় করিয়া ছিলেন। এইবার চিন্তা করিয়া দেখুন — আপনাদের কাছে দ্বীন ইসলামের গুরুত্ব কেমন! আপনাদের ধারনায় যাহারা মুশরিক ও বেদ্য়াতী, তাহাদের পিছনে আপনাদের নামাজ হইয়া যায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় পাঠক! আপনার অবগতির জন্য বলিতেছি। ১৯৯২ সালের ১১ই মে মুর্শিদাবাদ জেলায় রানী নগর থানার অন্তর্গত কাশিম নগর গ্রামে একটি মুনাজারা হইয়াছিল। উক্ত মুনাজারায় আলোচ্য বিষয় ছিল — 'আল্লাহর নূরে নবী পয়দা ও নবীর নূরে সারা জাহান পয়দা হইয়াছে'। এই কথা কুরয়ান ও হাদীস থেকে প্রমান করিয়া দেওয়ার জন্য বেরেলবী জামায়াতের পক্ষে আমরা দুইজন আলেম উপস্থিত হইয়া ছিলাম। আর আমাদের দাবীকে কুরয়ান ও হাদীস থেকে শির্ক প্রমান করিয়া দেওয়ার জন্য দেওবন্দী পক্ষে শামসুর রহমান সাহেবের নেতৃত্বে এক ডজনের বেশি আলেম উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির নির্দেশ মত আমি প্রথমে দাঁড়াইয়া আমার দাবীর স্বপক্ষে কুরয়ান শরীফ থেকে একটি আয়াত পাক ও 'আল মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া' কিতাব থেকে একটি লম্বা হাদীস পাঠ করিয়া শুনাইয়া দিয়া বসিবার পর শামসুর রহমান সাহেব দাঁড়াইয়া বলিয়া দিলেন যে, ''আল্লাহর নূরে নবী পয়দা ও নবীর নূরে সারা জাহান পয়দা হইয়াছে'' ইহা যদি কোন হাদীস থেকে প্রমান করিয়া দিতে পারেন, তাহাহইলে আমরা মানিয়া নিব।

সভাপতি দাঁড়াইয়া বলিলেন যে, মুফতী গোলাম ছামদানী সাহেব তো নিজের তরফ থেকে কোন কথা বলেন নাই। তিনি তো কুরয়ান শরীফের একটি আয়াত ও একটি বড় হাদীস এবং কয়েকখানা কিতাব থেকে অনুবাদ করিয়া শুনাইয়া দিয়াছেন। শামসুর রহমান সাহেব আবার কি বলিতে চাহিতেছেন? ইহার পর আমি সভাপতির নির্দেশ মত আবার উঠিয়া বলিলাম — ভায়েরা! নিশ্চয় আপনারা দেখিয়াছেন যে, আমি কেবল কুরয়ান শরীফ ও হাদীস শরীফ এবং কয়েকখানা কিতাব পাঠ করতঃ অনুবাদ করিয়া শুনাইয়া দিয়াছি, যেগুলি থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রমান হইয়াছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নূর ও আল্লাহর নূরে পয়দা এবং তাঁহার নূর থেকে সমস্ত জাহান পয়দা হইয়াছে। কিন্তু শামসুর রহমান সাহেব বলিতেছেন যে, আমাকে হাদীস থেকে দেখাইতে পারিলে মানিয়া নিব। তাই আমি তাহার হাতে 'মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া' প্রদান করিতেছি। তিনি নিজে হাদীসটি পাঠ করতঃ অনুবাদ করিয়া আপনাদের শুনাইয়া দিবেন। এই বলিয়া আমি কিতাবখানা তাহার হাতে জোর করিয়া ধরাইয়া দিলাম। তাহার হাতে কিতাব পৌঁছিয়া যাইবার পর তাহারা সবাই মিলিয়া দেখাদেখি আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাহাদের বিলম্ব দেখিয়া শ্রোতাবৃন্দ চঞ্চল হইয়া চিৎকার আরম্ভ করিয়া দেন। আমি মাইকে মুখ লাগাইয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলিয়া দিলাম — শামসুর রহমান সাহেব হাদীসটি অনুবাদ করিতে পারিবেন না। ইহার পরেও যখন তিনি উঠিতে পারিলেন না, তখন আমার সঙ্গী আলেম মাইক ধরিয়া খুব ডাঁটিয়া বলিয়া দিলেন যে, শামসুর রহমান সাহেব আমাদের সামনে হাদীসটি পড়িতে পারিবেন না। শেষ পর্যন্ত শামসুর রহমান সাহেব মাইকের সামনে কোন সময় দাঁড়াইতে পারেন নাই। তাহার পক্ষ থেকে মাওলানা মুশার্রফ হোসেন সাহেব দাঁড়াইয়া দর্শককে বুঝাইবার জন্য একটি মোমবাতী থেকে আর একটি মোমবাতী জ্বালাইয়া বলিলেন যে, প্রথম মোমবাতী থেকে দ্বিতীয় মোমবাতী জ্বালাইবার কারণে নিশ্চয় প্রথমটির কিছু অংশ দ্বিতীয়টির মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে এবং প্রথমটির মধ্যে কিছু কম হইয়া গিয়াছে। অনুরূপ যদি আল্লাহর নূরে মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পয়দা হইয়া থাকেন, তাহাহইলে আল্লাহর নূরের একটি অংশ হুজুরের মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে। হুজুরকে আল্লাহর নূরের অংশ ধারনা করা শির্ক। এই পর্যন্ত বলিয়া যখন মাওলানা বসিয়া গিয়াছেন। তারপর আমি উঠিয়া বলিলাম — ভাইয়েরা! মুশার্রফ সাহেব একটি ভুল উদাহরণ দিয়া আপনাদিগকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। আপনারা বলুন! একটি মোমবাতী থেকে আর একটি মোমবাতী জ্বালাইয়া লইলে প্রথমটির মধ্যে কিছু কম হইয়া যায় কিনা? সুবহা নাল্লাহ! চারিদিক থেকে চিৎকার করিয়া মানুষ বলিয়াছে — কিছুই কম হইবেনা। প্রকাশ থাকে যে, দেওবন্দী মৌলবী যখন মোমবাতী জ্বালাইয়া নিজের বক্তব্যের স্বপক্ষে সমর্থন আদায় করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন জনতার ভিতর থেকে ঠাট্টা বিদ্রোপ ও উপহাসের হাঁসি চলিয়া আসিতেছিল। যাইহোক, আমি বলিলাম — যদি প্রথম মোমবাতীর আলোতে কিছু কম হইয়া যাইত, তাহাহইলে বহু মোমবাতী জ্বালাইয়া লইলে নিশ্চয় প্রথমটির আলো শেষ হইয়া যাইবে। আপনারা বলুন! বাস্তবে কি ইহাই হইবে? চারিদিক দিয়া চিৎকারের সঙ্গে জবাব — না, কখনই না। আমি বলিলাম— যদি একটি মোমবাতীর অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে, তাহাহইলে আল্লাহর নূর থেকে এক মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পয়দা হইবার কারণে আল্লাহর নূর কম হইয়া গেল? আমার কথা শেষ হইতে না হইতে চারি দিক থেকে নারায়ে তাকবীর আর নারায়ে রিসালাত আরম্ভ হইয়া যায়। শেষ কথা — নিরপেক্ষ কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতি ঘোষনা করিয়া দিলেন-এখন মাগরিবের আযান হইবে। নামাজের পর রায় ঘোষনা হইবে। আল্ হামদু লিল্লাহ! এই নামাজে আমি ইমাম হইয়া ছিলাম। আর শামসুর রহমান থেকে আরম্ভ করিয়া তাহার দলের কোন দেওবন্দী মৌলবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

স্টেজ থেকে পলায়ন করিবার সুযোগ পাইয়া ছিলেন না। সবাই আমার পিছনে মাগরিবের নামাজ আদায় করিয়াছিলেন। নিরপেক্ষ কমিটির রায় লিখিতে বিলম্ব হইবার কারণে আবার ঈশার আযান হইয়া গেল। আল্ হামদু লিল্লাহ! এই নামাজেও আমি ইমাম হইয়া ছিলাম। তাহারা প্রত্যেকেই আমার পিছনে ঈশার নামাজ আদায় করিয়া ছিলেন। নামাজের পর কয়েক হাজার মানুষের সম্মুখে নিরপেক্ষ কমিটির পক্ষ থেকে রায় ঘোষনা করা হইয়াছিল — অদ্যকার বাহাস সভায় বেরেলবী জামায়াত কুরয়ান, হাদীস ও বিভিন্ন প্রকার যূক্তির মাধ্যমে প্রমান করিয়া দিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র নূরে নবী পয়দা হইয়াছেন এবং নবীর নূর থেকে সমস্ত জাহান পয়দা হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিপক্ষে দেওবন্দী জামায়াত নিজেদের দাবীর স্বপক্ষে কুরয়ান ও হাদীস থেকে কিছুই দেখাইতে পারেন নাই। প্রকাশ থাকে যে, এই মুনাজারার পরে আমি হুজুর সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নূর হওয়া সম্পর্কে একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছি — 'মোহাম্মাদ নূরুল্লাহ আলাইহিস্ সালাম'। এই পুস্তিকাটি পাঠ করিলে আপনার মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নূর হওয়া সম্পর্কে সুন্দর ধারনা চলিয়া আসিবে ইন্ শাল্লাহ!

(৪)

শামসুর রহমান সাহেব লিখিয়াছেন — [ইনি ছিলেন শীয়া মাজহাবের লোক। তাঁর বই পত্র পড়ে যে এটা খুব সহজেই বুঝতে পারা যায়।]

কোন কিছু বলিয়া দেওয়া যেমন সহজ হয়, তাহা প্রমান করিয়া দেওয়া তেমন সহজ নয়। আমি বলিয়া দিতে পারি — আশরাফ আলী থানুবী সাহেব ইহুদী ছিলেন। অনুরূপ শামসুর রহমান সাহেবের পিতা ইহুদী ও মাতা ঈসায়ী। এই ইহুদী ও ঈসায়ী ঔরষ জাতক মৌলবী শামসুর রহমান সাহেব। কিন্তু আমি এই কথাগুলি আদৌ প্রমাণ করিয়া দিতে পারিব না। যে কথা প্রমাণ করিয়া দেওয়া সম্ভব নয়, সে কথা বলা শয়তানী ছাড়া কিছুই নয়। এখন শামসুর রহমান সাহেব ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সম্পর্কে যে কথা বলিয়াছেন তাহা তাহার প্রমাণ করিয়া দেওয়া জরুরী। অন্যথায় প্রমাণ হইয়া যাইবে যে, তিনি ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীকে শীয়া বলিয়া শয়তানী করিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম আহমাদ রেজার বংশ

ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর পিতার নাম মাওলানা নাকী আলী খান। তাঁহার পিতার নাম মাওলানা রেজা আলী খান। তাঁহার পিতার নাম মাওলানা হাফেজ কাযেম আলী খান। তাঁহার পিতার নাম মাওলানা শাহ মোহাম্মাদ আ'জম খান। তাঁহার পিতার নাম হজরত মোহাম্মাদ সায়াদ ইয়ার খান। তাঁহার পিতার নাম মোহাম্মাদ সাঈদুল্লাহ খান রাহেমাহুমুল্লাহ। এই সাঈদুল্লাহ খান সাহেব আফগানিস্থানের কান্দাহারের সম্ভ্রান্ত পাঠান বংশের মানুষ ছিলেন। মোগল প্রিয়ডে লাহোরে আসিয়া ছিলেন। পরে সেখান থেকে দিল্লী আসিয়া ছিলেন, তার পর হজরত মাওলানা মোহাম্মাদ আ'জম খান দিল্লীতে আসিয়া ছিলেন। ইঁনি ছিলেন একজন উচ্চ পর্যায়ের আবিদ ও কারামত সম্পন্ন ওলী। বর্তমানে বেরেলী শহরে মে'মারান মহল্লায় তাঁহার মাযার শরীফ রহিয়াছে।

হজরত রেজা আলী খান ছিলেন যামানার কুতব ও যূগের অদ্বিতীয় আলেম ও ওলী। তাঁহার মধ্যে সব সময় দরবেশি দেখা যাইত। তাঁহার থেকে বহু কারামত প্রকাশ পাইয়া ছিল।

হজরত মাওলানা শাহ নাকী আলী খান ছিলেন যূগের জবরদস্ত আলেমদের অন্যতম। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় মুনাজির ও মুসান্নিফ — লেখক এবং ইল্মে তাসাউফের একজন মহান সুফী। ইহাই হইল ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর বংশ পরিচয়। (সাওয়ানেহে আ'লা হজরত ৯৩/ ৯৪ পৃষ্ঠা)

শামসুর রহমান! আপনি কোথায়? আপনার সামনে ইমাম আহমাদ রেজার বংশ পরিচয় রাখিয়া দেওয়া হইল। ইহাদের মধ্যে কে শীয়া ছিলেন প্রমাণ করিবেন।

শীয়াদের সম্পর্কে

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী শরীয়তে মোহাম্মাদী আলাইহিস্ সালামের একজন সাচ্চা পাহারাদার ছিলেন। তিনি তাঁহার যূগের এমন কোন বাতিল ফিরকা ছিলনা যাহাদের খন্ডনে কোন কিতাব লেখেন নাই। তিনি যেমন অন্য বাতিল ফিরকাগুলির খন্ডনে কিতাব লিখিয়াছেন তেমন শীয়া সম্প্রদায়ের খন্ডনে বহু কিতাব লিখিয়াছেন। শীয়াদের বিরুদ্ধে তিনি যে সমস্ত কিতাব লিখিয়াছেন সেগুলির সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নোরূপ —

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১) রদ্দুর রিফযাহ — ১৩২০ হিজরী।
(২) আল আদিল্লাতুত্ ত্বাইনাহ ফী আজানিল মুলায়ানাহ — ১৩০৬ হিজরী।
(৩) উআলিল ইফাদাহ ফী তা'জিয়াতিল হিন্দে অ বিয়ানিশ্ শাহাদাহ — ১৩২১ হিজরী।
(৪) জাযাউল্লাহি আদুও ওয়াহ বে বাইহী খাতমান্ নবুওয়াহ — ১৩১৭ হিজরী।
(৫) গায়াতুত্ তাহকীক ফী ইমামা তিল আলী অস্সিদ্দিক —
(৬) আল কালামুল বাহী ফী তাশবী হিস্ সিদ্দিকি বিন্নাবী — ১২৯৭ হিজরী।
(৭) আয্যালালুল আনকা মিম্ বাহরি সাবকাতিল আতক্বা — ১৩০০ হিজরী।
(৮) মাত্বলাউল ক্বামারাইনি ফী ইবানাতি সাবকাতিল উমাবাইনি — ১২৯৭ হিজরী।
(৯) অজহুল মাশুক্ব বে জালওয়াতে আস্মা ইস্ সিদ্দিক অল ফারুক — ১২৯৭ হিজরী।
(১০) জামউল কুরয়ান অ বিমা আযওহুলে উসমান — ১৩২২ হিজরী।
(১১) আল বুশরাল আঁজিলাহ মিন তুহাফি আজিলাহ — ১৩০০ হিজরী।
(১২) আরশুল ইযাযে অল্ ইকরাম লে আও ওয়ালি মুলুকিল ইসলাম — ১৩১২ হিজরী।
(১৩) জাব্বুল আহওয়াইল অহিয়াহ ফী বাবিল আমীরি মুয়াবিয়াহ — ১৩১২ হিজরী।
(১৪) আ'লামুস্ সাহাবাতিল মুয়াফিক্বীন লিল আমীরি মুয়াবিয়াতা অ উম্মিল মুমিনীন — ১৩১৩ হিজরী।
(১৫) আল আহাদীসুর রাবিয়াহ লি মাদহিল আমীরি মুয়াবিয়াহ — ১৩১৩ হিজরী।
(১৬) আল জারহুল অলিজ্ ফী বাতনিল খাওয়ারিজ — ১৩০৫ হিজরী।
(১৭) আস্ সামুল হায়দারী আলা হুম্কিল আঁইয়ারিল মুফতারী — ১৩০৪ হিজরী।
(১৮) আররাই হাতুল আম্বারিয়াহ আনিল জামওয়াতিল হায়দারিয়াহ — ১৩০০ হিজরী।
(১৯) লাময়াতুশ্ শাময়াহ লি হুদা শীয়াতিশ্ শানায়াহ — ১৩১২ হিজরী।
(২০) শারহুল মাতালিব ফী মাবহাসে আবী ত্বালিব — ১৩১৬ হিজরী।

শামসুর রহমান! আপনি কোথায়? নিশ্চয় শয়তান আপনার উপর ভর করিয়া ছিল। তাই আপনি ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীকে শীয়া বলিয়াছেন। জানিনা এখন আপনার উপর থেকে শয়তানের ভর নামিয়া যাইবে কিনা!

— ঃ সমাপ্ত ঃ —

pdf By Syed Mostafa Sakib